জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উপাচার্য নিয়োগে

উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রীর তালিকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ এখনও বাকি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আচার্য আলোচনা করতে পারেন বলে জানায় বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ

দক্ষিণে বিরতি

দক্ষিণে বৃষ্টিতে বিরতি। সরেছে নিম্নচাপ। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাড়বে অস্বস্তি। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কয়েক দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে

২২ জুলাই প্রকাশিত হবে ইউজিসি নেটের ফল

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ছক গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার জওয়ান

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৫ ● ১৮ জুলাই, ২০২৫ ● ১ শ্রাবণ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 55 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 18 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অগ্নিগর্ভ পৈকান ■ জখম-মৃত্যু-সংঘর্ষ

মরিচঝাঁপির কায়দায় অসমে বাঙালি খেদাও

প্রতিবেদন : সিপিএমের মরিচঝাঁপির ধাঁচে বাঙালি-খেদাও বিজেপির অসমে! ফের বুলডোজার রাজনীতি হিমন্ত বিশ্বশর্মার। বাংলাভাষী বাসিন্দাদের বেআইনিভাবে উচ্ছেদে বাধা দিলে বিজেপির পুলিশের পাল্টা নির্মম বর্বরতা! নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একজনকে 'খুন' করল হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্বৈরাচারী পুলিশ! জখম আরও বহু। ডবল ইঞ্জিন অসম সরকারের এই চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতাকে ধিক্কার জানাচ্ছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ অসমের গোয়ালপাড়ার পৈকান সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় কিছুদিন ধরেই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে অসমের বিজেপি সরকার। গত শনিবার রাজ্য সরকার পৈকান সংরক্ষিত বনের প্রায় ১৪০ হেক্টর জমি ফাঁকা করে দেয়। বুলডোজার চালিয়ে কয়েকশো অস্থায়ী বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ভেঙে দেওয়া নির্মাণের মধ্যে বেশ কয়েকটি মসজিদও রয়েছে। অসম সরকারের দাবি, মসজিদগুলি বাংলাভাষী পরিযায়ী মুসলিমদের তৈরি। পৈকানের কিছু বাড়ি যেগুলি আগের দিন ভাঙা সম্ভব হয়নি, বৃহস্পতিবার সকালে সেগুলি ভাঙতে যায় হিমন্তের অত্যাচারী পুলিশ ও বনবিভাগের যৌথ বাহিনী।

দেখা যায় আগের দিন যাঁদের বাড়ি ভাঙা হয়, তাঁরা সেখানে অস্থায়ী ছাউনিতে ছিলেন। উর্দিধারী বাহিনী ফের উচ্ছেদ অভিযানে গেলে তাঁরা লাঠি নিয়ে আক্রমণ করেন ও পাথর ছুঁড়তে শুরু করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জবরদখলকারীরা এদিন শান্তিপূর্ণভাবেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু যৌথ বাহিনী প্রথমে লাঠিচার্জ শুরু করে। তারপর নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। খণ্ডযুদ্ধে জখম হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। তাঁদের গোয়ালপাড়া সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে আছে ওই এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনও কথাই শুনতে রাজি হয়নি। প্রথমে এন আর সি-র নাম করে নাম বাদ দিয়ে অবৈধ ভারতীয় বানানো। ক্যাম্পে আটকে রাখা। আবার এখন সরাসরি উচ্ছেদ করে বাঙালি খেদানো। প্রতিবাদ করলেই গুলি করে মারা। এই হল অসমের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নতুন পলিসি। এরপরেও মুখ তুলে কথা বলবে বিজেপি! ছিঃ।

ধুবড়ির ফুলবাড়িতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাঙালিরা।

বাংলাভাষীরা কবে আবার রোহিঙ্গা হল?

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বললেই রোহিঙ্গা? বাংলায় কোথা থেকে এল রোহিঙ্গারা? রোহিঙ্গারা তো বাংলাই জানে না! প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার নিউ টাউনে আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিদের হেনস্থা নিয়ে ফের একবার গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, বাংলায় কথা বললেই ডিপোর্টের চক্রান্ত মানব না। আমরা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করি না। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। আজ একটা নোটিফিকেশন করে বলছে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাদের ডিপোর্ট করে দাও। ওরা জানে না বাংলা ভাষায় কথা বলার সংখ্যাটা সারা এশিয়ায় দ্বিতীয় আর সারা পৃথিবীতে পঞ্চম। বিজেপিকে নিশানায় তিনি বলেন, ভিন রাজ্যের দেড় কোটি মানুষ এখানে কাজ করে। এখানে রোহিঙ্গা কোথা থেকে এল? ওরা তো মায়ানমারের। ওরা বাংলা কীভাবে জানবে? মিথ্যাচার করবেন না। আমরা তো কখনও বলি না, তাহলে আপনারা কেন বলবেন— বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি? (এরপর ৩ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সংস্কারের ফাঁকা বুলি

এতো তাড়াতাড়ি কেন?
এতো হুড়োহুড়ি কেন?
হুড়কো? না হরে-কর কস্বা?

গরম গরম গরমমশালা।
মাংস? না পায়েস?
কোনটা?

ফাঁপানো অহঙ্কারের গ্যাস বেলুনে
দম্ভরাশির উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টিতে
উর্ধ্বে শূন্য-নিম্নে শূন্য
গুমরি-গুমরি বিদায়বেলায়
জরুরি বিজ্ঞপ্তি।

হায়রে বিধাতা বিধির বিধানে
লুঠ করে নিলেন
জীবন লগনে।

ভাবছো? কত বড় সংস্কার?
সাধারণ মানুষকে করে প্রতারণা
ভরছো শুধু জমিদারির খাজনা?

শকুনের ভাণ্ডারে
জমা হলো অর্থভাণ্ডার
কালো অর্থের কোষাগার।

ফর্সা মুখ, ফর্সা আমদানি
জোছনা কেলেঙ্কারির অমাবস্যার কাহিনি
আম জনতার জন্য বাণী
সংস্কারের নামে শকুনি বাহিনী।।

২১ জুলাই : হস্তক্ষেপ করলই না আদালত

প্রতিবেদন : ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে হস্তক্ষেপ করল না আদালত। একটি বামপন্থী আইনজীবী সংগঠনের দায়ের করা এই মামলাকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে জানাল রাজ্য। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) জানান, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দায়ের করা হয়েছে। একইসঙ্গে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, বহু বছর ধরে ওই জায়গায় এই কর্মসূচি হয়ে আসছে। শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই অনুষ্ঠান করা হয় ওই জায়গায় কারণ, ওই জায়গাতেই ১৩ জন শহিদ হয়েছিলেন। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) আরও বলেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনের কাজ। (এরপর ১০ পাতায়)

বঞ্চনা সত্ত্বেও গরিবদের বাড়ি

প্রতিবেদন : **গরিবদের মাথার ওপর শুধু ছাদ নয়, একেবারে বহুতল আবাসন। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র বঞ্চনা করলেও বাংলার মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন। রাজ্য সরকারের তহবিলে তৈরি হয়েছে এই বহুতল আবাসনগুলি। বৃস্পতিবার নিউ টাউনে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই উদ্বোধন হল বহুতল আবাসনের। তিনিই নামকরণ করেছেন আবাসন দুটির। 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিউ টাউনে 'নিজন্ন' ও 'সুজন্ন' তৈরিতে বিনামূল্যে ৭ একর জমি দিয়েছে রাজ্য। আবাসন দুটো তৈরিতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৯০ কোটি টাকা। দু'টি বহুতল আবাসন মিলিয়ে ১২১০ ফ্ল্যাট আছে। ৭ একর জায়গা জুড়ে তৈরি বহুতল দুটি। নিজন্নতে ৩০০ স্কোয়্যার ফিটের ১ বিএইচকে ৪১০টি ফ্ল্যাট আছে। সুজন্নতে ৬২০ স্কোয়্যার ফিটের ২ বিএইচকের ৭২০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। মূলত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাজারদরের তুলনায় অনেক সস্তায় পাওয়া যাবে এই ফ্ল্যাট এবং বিক্রি হবে** (এরপর ৩ পাতায়)

নিউ টাউনে নিজন্ন ও সুজন্ন উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

নেত্রীর আনা অভিযোগ ইন্ডিয়ার বৈঠকের ইস্যু

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (এসআইআর) নামে বিপুল সংখ্যক ভোটারদের তালিক থেকে বাদ দেওয়ার প্রথম কড়া বিরোধিতা করেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল এই ইস্যুটিকে সামনে রেখেই ১৯ জুলাই, শনিবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে আলোচনা হবে। ২১ জুলাই শহিদ দিবসের কারণে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে থাকতে পারবেন না। তাই শনিবার ভার্চুয়ালে হবে বৈঠক। কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির নোংরা খেলা বন্ধ করতে একজোট হয়ে সেদিন সিদ্ধান্ত নেবে ইন্ডিয়া জোট।

পাটনার হাসপাতালে ঢুকে গুলি করে খুন

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যের কঙ্কালসার চরিত্র প্রকাশ্যে। বৃহস্পতিবার পাটনায় একটি হাসপাতালের কেবিনে ঢুকে প্যারোলে মুক্ত বহু খুনে অভিযুক্ত চন্দন মিশ্রকে গুলি করে খুন করে ৫ দুষ্কৃতী। হাসপাতালে খুন। নিরাপত্তা কোথায়? (বিস্তারিত ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 July, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭৬

নাদিয়া কোমিনিচি মন্ট্রিল অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিকে ১০ স্কোর করেন। এর আগে কেউ জিমন্যাস্টিকে ১০-এর মধ্যে ১০ স্কোর করতে পারেননি। নাদিয়া রুমানিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৪। নাদিয়া অলিম্পিকে পাঁচ বার সোনা জয়ী জিমন্যাস্ট।

১৯০৯ বিষ্ণু দে

(১৯০৯-১৯৮২) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত কবি। ১৯৭১-এ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' বইটির জন্য ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ পান। দেশীয় পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, শিল্পসাহিত্য থেকে ইউরোপীয় ক্লাসিক ও আধুনিক শিল্প সাহিত্যের প্রভাব এবং পরে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, তেভাগা-আন্দোলন ইত্যাদি থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরের ঘটনাবহুল জীবন ও আন্দোলন তাঁর কবিতায় সরাসরি ছায়া ফেলেছে।

১৯২৭ মেহেদি হাসান

(১৯২৭-২০১২) অবিভক্ত ভারতে রাজস্থানের ঝুনঝুন জেলায় জন্ম নেন। পাকিস্তানের গজল গায়ক ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। গজলসম্রাট রূপে পরিচিত।

১৯০২ সত্য গুপ্ত

(১৯০২-১৯৬৮) জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের সংগ্রামী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম রাজনৈতিক সহকারী ছিলেন। তিনি নেতাজি প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের মেজর পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে লোম্যান হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি পান। মুক্তির অব্যবহিত পরেই ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন। তিনি এই আক্রমণের পরিকল্পনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুনরায় বন্দি হন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত স্টেট প্রিজনাররূপে আলিপুর, বক্সার, মিনওয়ালি (পাঞ্জাব), যারবেদা (পুনা) জেলে বন্দিজীবন অতিবাহিত করেন তিনি। অবশেষে হিজলি জেল থেকে তিনি মুক্তি পান এবং সুভাষচন্দ্রের সহকারীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৬১

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

(১৮৬১-১৯২৩) বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি ১৮৭৮ সালে প্রথম মহিলা হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাশ করেন। কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

হয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে জিবিএমসি (গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) ডিগ্রি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসারীতিতে চিকিৎসা করবার অনুমতি পান।

১৯১৮ নেলসন ম্যান্ডেলা

(১৯১৮-২০১৩) জন্মগ্রহণ করেন। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের ধারক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা এবং প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সে দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধান।

১৯১৮ ইন্দ্রলাল রায়

(১৮৯৮-১৯১৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিমান চালক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় বৈমানিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করেন। দশ দিনে ন'টি জার্মান বিমানকে

ধরাশায়ী করেছিলেন। এদিন চার-চারটে জার্মান ফকার যুদ্ধবিমান তাঁকে চার দিক থেকে ঘিরে ধরে। ধুন্ধুমার যুদ্ধ শুরু হয় আকাশে। চার বনাম একের যুদ্ধে অভিমন্যুর মতো সর্বশক্তি দিয়ে লড়েন ইন্দ্র। পরাস্ত করেন দুটো জার্মান বিমানকে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। একটি জার্মান বিমানের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খায় তাঁর বিমান। তিনি মারা যান। তাঁকে মরণোত্তর 'দ্য ডিসটিংগুইশ্‌ড ফ্লায়িং ক্রস' সম্মানে ভূষিত করা হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন। উত্তর ফ্রান্সের এসতেভেলেস কমিউনাল সেমেটরিতে তাঁর সমাধির উপর এই শব্দগুলো লেখা : 'তিনি মারা গিয়েছেন তাঁর আদর্শকে ভালবেসে'।

পার্টির কর্মসূচি

ভিন রাজ্যে বাঙালিদের উপর হেনস্থার প্রতিবাদে শ্রীরামপুর বটতলার মোড় থেকে শেওড়াফুলি ফাঁড়ির মোড় পর্যন্ত তৃণমূলের মহামিছিলে হাঁটলেন মন্ত্রী, বিধায়ক, চেয়ারম্যান থেকে একাধিক নেতৃত্ব।

শহিদ দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পথসভা। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুজয়কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক নন্দকুমার ঘোষ, অধ্যাপক কৌশিক মণ্ডল ও ড. প্রসেনজিৎ মণ্ডল প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৬

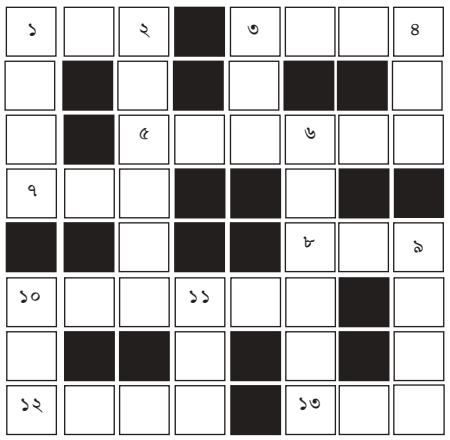

পাশাপাশি : ১. মরশুম বা ঋতুসংক্রান্ত ৩. কবরখানা, সমাধিক্ষেত্র ৫. এক শরৎগল্প ৭. দেশ দেশ—করি, মন্দ্রিত তব ভেরি ৮. মানুষ ১০. অপরাধীর সর্বোচ্চ দণ্ড ১২. অসি ১৩. তদন্তের পাখি।

উপর-নিচ : ১. দর্শন, দেখা ২. পরাধীন ভারতের সেই অবিস্মরণীয় মন্ত্র ৩. গোপ ৪. আসল নয় ৬. হাবভাব ৯. অর্থদণ্ড, ফাইন ১০. ন্যায্য ১১. সাবধান, সতর্ক হও।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৫ : পাশাপাশি : ১. অপরাধ ৩. ভোম্বল ৫. আজ ৬. বঙ্কিম ৮. নত ১০. লম্বাই ১১. পলকা ১৩. জগ ১৫. হারেম ১৮. ধার ১৯. চয়ন ২০. কোলপাতি। উপর-নিচ : ১. অভিজন ২. রাজীব ৩. ভোজ ৪. লজ্জা ৫. আমল ৭. সাইজ ৯. তপন ১২. কাহার ১৪. গতাগতি ১৬. মঞ্জুল ১৭. শৌচ ১৮. ধান।

১৭ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৭৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১১৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৮১	৮৫.৭৬
ইউরো	১০১.০৪	৯৯.৪২
পাউন্ড	১১৬.৮৯	১১৫.০২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ পূজা হেগড়ে

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

18 July, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার

নিউ টাউনে আবাসন প্রকল্পের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন

(প্রথম পাতার পর) মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যারা আগে বাংলায় জন্মেছিল তখন ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ছিল। তারা বাংলাদেশি নয়, তারা পুরোপুরি ভারতীয়। তাঁর কথায়, কে তোমরা হরিদাস পাল যে, ১৭ লাখ মানুষের নাম বাদ দিয়ে দেবে? তারা বাংলার ভোটার। তাদের নাম কাটার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে? রাজনীতি করতে হলে প্রথমে আপনার মনটাকে ঠিক করতে হবে। সরকার চালাতে গেলে মাথাটাকে খাটাতে হবে। মগজকে মরুভূমি করলে হবে না। মগজকে মুক্ত আকাশে খুলে দিতে হবে।

বঞ্চনা সত্ত্বেও গরিবদের বাড়ি

(প্রথম পাতার পর) লটারির মাধ্যমে। জমি সরকার দিয়েছে। জমির দাম নেওয়া হয়নি। ভর্তুকি দিয়ে বাজারে যা দাম তার থেকে অনেক কম দামে এই ফ্ল্যাটগুলি পাওয়া যাবে। লটারি করে স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে ফ্ল্যাটগুলি। জমিগুলি বিনামূল্যে রাজ্য সরকার দিয়েছে। আমি চাই প্রতিটি মানুষের নিজস্ব আশ্রয় থাকুক। নিউ টাউনে যারা গরিব মানুষ তাদের জন্য এই দুটো বড় বহুতল আবাসন প্রকল্প তৈরি হয়েছে। যারা কম ইনকাম গ্রুপে আছেন তাঁদের জন্যও ফ্ল্যাট হয়েছে। ইডব্লিউএস এবং এলআইজি গ্রুপের জন্য এই আবাসনগুলি তৈরি করা হয়েছে। এই আবাসনেই আবাসনের ছোটদের পার্কের নাম দেওয়া হয়েছে 'তরঙ্গ'। এছাড়া সেখানে রয়েছে ২০০ আসনবিশিষ্ট মুক্তমঞ্চ, ফুড কোর্ট, ক্যাফেটেরিয়া ও মর্নিংওয়াকের জায়গা।

আবাসন উদ্বোধনের সঙ্গেই এদিন রাজারহাটে বহুতল পার্কিং লটের উদ্বোধনও করেন তিনি। সেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সুসম্পন্ন'। ৮ তলা গাড়ি রাখার ব্যবস্থাতে ১৫০০-এর বেশি গাড়ি থাকতে পারবে। ১৪১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এই পার্কিং লট তৈরি করতে।

এদিন, কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে ফের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, সরকার বাংলার উন্নয়নের জন্য বসে থাকার পাত্র নয়। বিজেপি সরকারের প্রতিটি বঞ্চনার পাই টু পাই খতিয়ান দেন তিনি। এর পাশাপাশি রাজ্য দরিদ্র মানুষের জন্য কীভাবে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সেই কথাও জানান আরও একবার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার নিজের টাকা দিয়ে বাংলার বাড়ি করে দিয়েছে। বাড়ি তৈরি করার জন্য টাকা দেয় না কেন্দ্র। আমরা অন্তত চেষ্টা করেছি। কয়েক বছরের মধ্যে ৪৫ লক্ষ বাড়ি করেছি গ্রামীণ আবাস যোজনায়। পাঁচ বছর পর পর এক নম্বরে ছিলাম আমরা। গ্রামের রাস্তাতেও তাই ছিলাম। কিন্তু গত চার-পাঁচ বছরে এক পয়সাও দেয়নি কেন্দ্র। এখন সব বন্ধ। পাওনা টাকা পাচ্ছি না। তার পরও ১২ লক্ষ বাংলার বাড়ির টাকা রাজ্যের কোষাগার থেকে দেওয়া হয়েছে। ১৬ লক্ষ মানুষ আরও যাঁরা তালিকায় আছেন ডিসেম্বরে এক কিস্তি পেয়ে যাবেন, দ্বিতীয় কিস্তি পাবেন মে মাসে। বাকি যা থাকবে, ধাপে ধাপে করে দেব। কেন্দ্র আমাদের ২৪,০০০ কোটি টাকার তহবিল বকেয়া রেখেছে। আমরা ভিক্ষা চাই না, আমরা আমাদের অধিকার চাই। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করছে, যা সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমরা গরিব মানুষের জন্য কাজ করছি। কেন্দ্র যদি তহবিল না দেয়, আমরা নিজেদের অর্থে ২০২৬ সালের মধ্যে ২৮ লক্ষ পরিবারকে ঘর দেব।

সেমিস্টার : উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সংসদ সভাপতি

সংবাদদাতা, হাওড়া : চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার সিস্টেম। দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম সেমিস্টার হবে ৮ সেপ্টেম্বর। তার আগে যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। বৃহস্পতিবার শরৎ সদনে আয়োজিত ওই সভায় সংসদ সভাপতি ও সচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, হাওড়া জেলার স্কুল পরিদর্শক ও এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলার আহ্বায়ক আশনাহুল করিম, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইসারি কমিটির সদস্য বনশ্রী তলাপাত্র-সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের বৈঠকে পরীক্ষা প্রস্তুতির যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হয়। জেলার ৩০টি প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি নিয়ে বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। উদয়নারায়ণপুর ও আমতার মতো বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলির পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির অবস্থা নিয়েও খোঁজখবর নেন শিক্ষা সংসদের কর্তারা। সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

প্রতিদিন পাতে চাই ডাল

প্রতিবেদন : জেলার একাধিক স্কুল থেকে মিড ডে মিল সংক্রান্ত অভিযোগ আসে শিক্ষা দফতরের কাছে। এবার মিড ডে মিলের মান উন্নত করতে আরও কড়া নির্দেশিকা দিল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই জেলার স্কুলগুলোকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে স্কুল পরিদর্শকদেরকেও এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। স্কুলগুলোকে গাইডলাইন বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, প্রতিদিন পড়ুয়াদের পাতে দিতে হবে ডাল। বজায় রাখতে হবে স্বাস্থ্যবিধি। রান্না থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের খেতে দেওয়া সবেতেই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। পর্যাপ্ত আলো এবং পাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্কুল জেলা পরিদর্শকদেরকেও কড়া নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে কাঠ-কয়লার জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে এলপিজি গ্যাস ব্যবহারের দিকে জোর দিতে বলা হয়েছে।

ফিরতে চান বাংলায়

প্রতিবেদন : বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। তাই অগুনতি প্রবাসী-বাঙালি চিকিৎসক বাংলায় এসে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও উন্নতি সাধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে চান। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবনে বিভিন্ন হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বৈঠকে এমনটাই জানালেন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে। হাসপাতালগুলির উন্নতি সাধনে পরিকল্পনা সম্পর্কেই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। কী করলে আগামীতে পরিষেবা আরও উন্নত হবে, তা এদিন স্বাস্থ্যকর্তাদের জানিয়েছেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। এনআরএস-এর রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য তথা বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে জানিয়েছেন, অনেক প্রথিতযশা চিকিৎসক নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে যোগ দিতে চান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার স্বাস্থ্য-পরিষেবায় যোগ দিতে চেয়ে অনেকেই আমায় চিঠি দিয়েছেন। আমি নামগুলো স্বাস্থ্যভবনে জানিয়েছি। এঁরা যোগ দিলে পরিষেবা আরও উন্নত হবে।

হাইকোর্টে স্বস্তি বিনীত গোয়েলের

প্রতিবেদন : আরজিকর কাণ্ডে নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করায় আদালত অবমাননার মামলায় প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা নিষ্পত্তি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার চিঠিতে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ভুল স্বীকার করেন তিনি। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মন্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, তবে পুলিশ আধিকারিকদের আরও সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দেয় আদালত। ভবিষ্যতে এমন এড়াতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে প্রশিক্ষণের নির্দেশ দেন। আপাতত স্বস্তিতে গোয়েল।

বেঞ্চ বদল

প্রতিবেদন : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মন্ত্রীর মামলার শুনানি স্থগিতই রইল। যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টেও এই মামলায় জামিনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি বাগচী, সেই কারণে তিনি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন। এদিন বিচারপতি সূর্যকান্ত জানান, অন্য কোনও বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে।

সম্পাদকীয়

18 July, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাপড় কোথায়?

যাঁরা বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন, এবার আপনারা প্রশ্ন তুলবেন না? আপনার পাশের রাজ্য বিহার। সেখানে যে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে, সে-নিয়ে প্রতিবাদ হবে? নাকি প্রতিবাদ হবে বাছাই করা বিষয়ের উপর? বিহারের একটি প্রথম শ্রেণির হাসপাতালে ভর্তি ছিল একডজন খুনের আসামি চন্দন মিশ্র। প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিল অসুস্থতার কারণেই। সেখানেই তাকে ধাওয়া করে চলে আসে দুর্বৃত্তরা। হাসপাতালের নিরাপত্তাবলয়কে উপেক্ষা করে পাঁচজন ঢুকে পড়ে চন্দনের কেবিনে। তাকে গুলি করে পাঁচজন নিরাপদে বেরিয়ে চলে যায়। একজনকেও আটকায়নি নিরাপত্তারক্ষীরা। একজনেরও সন্দেহ হয়নি। কিংবা একজনেরও সাহস হয়নি। হাসপাতালের মধ্যে রোগীও নিরাপদ নয়। বিজেপি রাজ্য বিহারে কখনও বাঙালিদের উপর আক্রমণ, কখনও জাতপাতের ধুয়ো তুলে পরিবারকে আক্রমণ করা, কখনও আবার রাজনৈতিক হিংসার বলি হচ্ছে নিরাপরাধ মানুষ। আর এবার তো একেবারে হাসপাতালে ঢুকে খুন! প্রশ্ন হল, খারাপ জিনিসের প্রতিবাদ হোক। যারা আরজি করে তরুণী ডাক্তারের মৃত্যু নিয়ে প্রতিবাদ করছেন, করুন। কিন্তু বিহারে যখন হাসপাতালে ঢুকে সিসিটিভিকে তোয়াক্কা না করে খুন করা হয় এবং ঘটনার ৪৮ ঘণ্টা পরেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয় না, তখন প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। বিজেপির মুখে মানায় না বিরোধী রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলা। উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, রাজস্থান এখন অপরাধের দিক দিয়ে শীর্ষে। তারপরেও বাংলার বিজেপি যখন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে ওই ইস্যুতে তখন বলতে ইচ্ছে করে, রাজা তোর কাপড় কোথায়?

e-mail থেকে চিঠি

হচ্ছেটা কী! সারা দেশ কি ওঁদের জমিদারি?

বাংলা বললেই যদি বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো পাঞ্জাবি বা সিন্ধির মতো পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ভাষায় কথা বললেই 'পাকিস্তানি' বলে দেগে দেওয়া হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তো বাংলায় কথা বলতেন। বেঁচে থাকলে আজ তাঁকেও বোধ হয় 'বহিরাগত', 'বিদেশি', 'অনুপ্রবেশকারী' প্রভৃতি তকমা দিতে এই ক্ষমতার বেওসায়িরা দু'বার ভাবত না! ভারতবর্ষ কেবল 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'র দর্শনকে ধারণ করেছে। আর বিজেপির বাবুরা 'বহিরাগত' তত্ত্বে এক দেশকে বহুধাবিভক্ত করার দুরভিসন্ধি এঁটেছে। কাউকে বলা হচ্ছে 'এরা আক্রমণকারী কিংবা লুণ্ঠনকারীর বংশধর', কাউকে বলা হচ্ছে অমুক সালের পর অন্য দেশ কিংবা অন্য রাজ্য থেকে ঢুকেছে, অতএব এরা 'অনুপ্রবেশকারী'! শুধু মৌখিকভাবে দেগে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না এই শক্তি— তারা মরিয়া হয়েছে ব্যাপারটাকে সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। তার আগে ঘৃণা ছড়ানো এবং ভীতিসঞ্চারের যত রকম নষ্টামি করা সম্ভব সেসব করা হচ্ছে নির্বিকারচিত্তে ও নির্দয়ভাবে। দু'দিন ধরে নয়াদিল্লিতে চলেছে গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে প্রোগ্রাম রিভিউ কমিটির বৈঠক। এই পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং কেন্দ্রের পদস্থ কর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যের সচিবরাও যোগ দিয়েছিলেন। জানা যাচ্ছে, সেখানেই রাজ্যের তরফে ১০০ দিনের কাজ (মনরেগা), আবাস প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা বাবদ রাজ্যের বকেয়ার ইস্যু তুলে ধরা হয় রাজ্যের তরফে। তবে পশ্চিমবঙ্গের এই ন্যায্য প্রাপ্য মেটানো বা কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ১০০ দিনের কাজ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্র কোনও উত্তরই দেয়নি । ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হওয়ার আগের ৬,৯১৯ কোটি টাকা, কাজ বন্ধ হওয়ার পর শ্রমদিবস বরাদ্দ না-হওয়ার দরুন ৩৭ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা, আবাস প্রকল্পের ২৪ হাজার কোটি টাকা এবং সড়ক যোজনার ৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের নয়া জুমলা ভোটার তালিকার আমূল বদল। সিএএ, এনআরসি নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর এবার ভোটার তালিকাকে নির্ভুল করার আড়ালে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ (এসআইআর)। এই দিয়েই শুরু হয়েছে এনআরসি'র কালা পদক্ষেপ। বিহার দিয়ে শুরু হলেও আসল লক্ষ্য বাংলা। — **অর্ণব মুখোপাধ্যায়, নিউ টাউন, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আসছেন, আসুন
কিন্তু উত্তরগুলো দিয়ে যাবেন

ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু হয়ে গেল। ভোটের আগে ফি-বারের মতো দিল্লি-বাংলা নিত্য-যাতায়াত। বিমানযোগে। সেই শুভ লগ্নে কতিপয় জিজ্ঞাসা 'ছাপান্ন ইঞ্চি' ছাতির পুরুষকে। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে এই সপ্রশ্ন দাবি তুলেছেন **দেবাশিস পাঠক**

মোদিবাবু বঙ্গে অবতরণ করবেন আজ।

দিল্লি-বাংলা ডেলি প্যাসেঞ্জারি এ-যাত্রায় শুরু হয়ে গেল।

বাংলা কারোকে ফেরায় না। বাংলা অতিথি বৎসল। বাঙালি কারোকে অনর্থক আঘাত করে না। অসৌজন্য বাংলার স্বভাব-চিহ্ন নয়।

কিন্তু এরকম ডেলি প্যাসেঞ্জারি এর আগে একাধিক বার নিষ্ফলা প্রমাণিত হয়েছে।

আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বলছে, এবারও তেমনটাই হতে চলেছে। অবশ্যম্ভাবী আগামী। অনিবার্য ফলাফল।

সেটা অন্য কথা। ভিন্ন প্রসঙ্গ।

এখন যেটা জানতে চাইছি, সেটা বাঙালির বাঁচা-মরার প্রশ্ন।

এখন যা জানতে চাইছি, সেটা সরাসরি বাঙালির অস্মিতা রক্ষার প্রশ্ন।

এখন যা যা জিজ্ঞেস করছি, সেসব বাংলা ও বাঙালির আজকের প্রশ্ন, আগামীর জন্য।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বহর ক্রমেই বাড়ছে বাংলায়। ইতিমধ্যে বকেয়া ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা চেয়ে বারবার দরবার করলেও, 'বিরোধী' বাংলাকে 'ল্যাজে খেলাচ্ছে' দিল্লি। উল্টে একের পর এক অজুহাত খাড়া করে বন্ধ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অনুদান।

এগুলো নতুন কোনও কথা নয়। রাজভবনবাসী আপনার দালাল এটা আপনাকে জানাননি। আপনার মন্ত্রিসভার হাফপ্যান্ট মন্ত্রীকে বাংলার সাধারণ মানুষ সরাসরি এসব জিজ্ঞেস করেছিল, জানতে চেয়েছিল। উত্তর পায়নি, উল্টে অপমানিত হয়েছে।

তাই আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি, কেন এত দিন ধরে বাংলার গরিবগুর্বো মানুষগুলোর ন্যায্য বকেয়া আটকে রেখেছেন? বাংলাকে ভাতে মারবেন বলে?

আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার বহু শ্রমিক দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করেন। এখানকার বহু নির্মাণ শ্রমিকের হাতের কাজ শিল্পীদের মতো। ভারতবর্ষের এমন অনেক স্মৃতিসৌধ আছে যা আমাদের এখানকার শিল্পীদের নিপুণ হাতের দক্ষতায় তৈরি হয়েছে। অথচ আমাদের শিল্পীরা আজ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি তকমা পাচ্ছে। নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে। কেন মোদিজি, কেন?

ডাবল ইঞ্জিনের রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ? যদি তা না হয়, তবে গুরুগ্রামে বাংলা বলার 'অপরাধে' কেন হেনস্থার মুখে বাঙালি? কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুরের বড়বালাসি গ্রামের বাসিন্দা সিরোজ আলম মিয়াঁ। বছর ৩৮-এর সিরোজ পেটের টানে গিয়েছিলেন গুরুগ্রাম। হোটেলে রান্নার কাজের পাশাপাশি একটি জিমেও কাজ করেন তিনি। রবিবার বিকেলে কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে গুরুগ্রামের সেক্টর-৫৫ এলাকা থেকে হরিয়ানা পুলিস তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলাতেই হেনস্থার শিকার হয়েছেন সিরোজ। তাঁর পরিচয়পত্র যাচাই করে, মুচলেকা লিখিয়ে বাড়ি ফেরার অনুমতি দেয় পুলিশ। কেন মোদিজি, কেন?

ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে সম্প্রতি বাঙালিদের নিশানায় বিঁধে ফেলার

তাই আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি, কেন এত দিন ধরে বাংলার গরিবগুর্বো মানুষগুলোর ন্যায্য বকেয়া আটকে রেখেছেন? বাংলাকে ভাতে মারবেন বলে?

বিস্ময়কর কর্মসূচি চলছে। বাংলায় কথা বললেই সেই ব্যক্তিকে বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে চলছে চরম হেনস্থা। কোথাও আটক, কখনও গ্রেফতার, কখনও পুশব্যাক। বাড়ির জল-বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ার মতো অভিযোগও সামনে এসেছে। কেন মোদিজি, কেন?

নীতি আয়োগের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল মাত্র ২.২ শতাংশ। এই অনুপাত দেশের গড় বেকারত্ব ৩.২ শতাংশের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম। সেই রাগেই কি?

বাংলায় সাক্ষরতার হার ২০১১ সালের তথ্য অনুসারে ৭৬.৩ শতাংশ। সেখানে দেশের সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশ। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যে পাশের হার বেশি। পাশাপাশি স্কুলছুটের হারও কম। আপনাদের বঞ্চনা সত্ত্বেও। সেই জন্যই কি এত রাগ আপনাদের? বলুন মোদিজি, জবাব দিন।

২০২০ সালের তথ্য অনুসারে রাজ্যের বাসিন্দাদের আয়ুষ্কাল ৭২.৩ বছর, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। প্রতি হাজার পুরুষে ৯৭৩ শিশুকন্যা জন্মায় বাংলায়। এক্ষেত্রে দেশের কন্যাসন্তান জন্মানোর সংখ্যা ৮৮৯। শিশুমৃত্যুর হার ২০২০ সালের হিসেবে প্রতি হাজারে ১৯। সেজন্যই কি এত রাগ মোদিজি, আপনাদের?

নীতি আয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকগুলিতে, বিশেষ করে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গের দৃঢ় পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কেন্দ্রে বসে আপনাদের এত বঞ্চনা, রাজ্যের মাটিতে আপনাদের এত বাঁদরামি, গুচ্ছ-গুচ্ছ অপপ্রচার, বস্তা-বস্তা মিথ্যে, কোনও কিছুই কাজে এল না। তাই বুঝি এত গায়ের জ্বালা আপনাদের, মোদিজি?

আর অসমে আপনাদের দালাল হেমন্ত বিশ্বশর্মা! তিনি তো 'বঙ্গাল খেদা' কর্মসূচির পুনরুত্থানবাদী। তাঁর তো একটাই টার্গেট, উপড়ে ফেলো বাঙালিকে। মৌলিক অধিকার অসমবাসী বাঙালির জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ ১১টি ভাষাকে রাজ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে। অসম বাংলা ভাষাকে দেয়নি। কেন? কেন এই নিরাপত্তাহীনতা? মেধায় বাঙালি এগিয়ে বলে? রাজনীতিতে বাঙালির কাছে বিভেদের ফর্মুলা খাটে না বলে? সেই কারণে একটা রাজ্যকে ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র কষতে হবে? ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে জাত্যভিমান? পদে পদে বোঝানো হবে যে, এই দেশে আমরা থার্ড গ্রেডেড নাগরিক? নাকি নাগরিকই নই? এই অধিকার একটা সাম্প্রদায়িক দলকে কে দিয়েছে?

বাপের বাড়ি বাংলায় বলে আরতিকে বরপেটায় স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে হল কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে দিল্লি বা মহারাষ্ট্র পুলিস কেন রাতবিরেতে বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে কোনও বাঙালিকে পার করে দিচ্ছে? সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে দিন কয়েক আগেই শুনিয়ে দিয়েছে, নাগরিকত্ব স্থির করাটা আপনাদের কাজ নয়। ওটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেখবে। কিন্তু অমিত শাহের মন্ত্রক সেটা পারছে না কেন?

মোদিজি, আপনার ইতিহাস-জ্ঞান নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই দেশের স্বাধীনতায় বাঙালির যা অবদান, তার একচুলও এই ডবল ইঞ্জিন শাসিত কোনও রাজ্যের নেই। দেশ কাকে বলে আদৌ বোঝে না এই রাজ্যগুলো। সেটা আমরা জানি। আপনাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনও রাজ্য ভারতের মানচিত্রে নেই। আছে শুধু সীমান্তের ওপারের একটা দেশ— বাংলাদেশ।

বাংলায় যারা কথা বলে, তারাই বাংলাদেশি। কাঁটাতার পেরিয়ে তারা এদেশে ঢুকেছে। ভোটার কার্ড, আধার নম্বর জোগাড় করেছে। তারপর সেই ভুয়ো পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে সারা ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তো!

তবে তৈরি হন, আবারও বাংলা বিজেপিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। যেমন এর আগে বেশ কয়েকবার করেছে।

সুতরাং, যাওয়ার আগে উত্তরগুলো দিয়ে যাবেন, প্লিজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নকল পেমেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে হাবরার সোনার দোকানে প্রায় ৩ লক্ষের গয়না অর্ডার দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। বুধবার গভীর রাতে বাগুইহাটির জ্যাংরা থেকে অভিযুক্ত রুথীন্দ্রনাথ মান্নাকে (৫১) গ্রেফতার করল হাবরা থানার পুলিশ

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলার পর সোচ্চার তৃণমূল

বাংলাদেশি খোঁজার নামে কেন রাজ্যে রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা

প্রতিবেদন : বাংলা ও বাঙালিকে অপদস্থ করতে দেশ জুড়ে বিজেপির চক্রান্ত চলছে। 'টার্গেট' করা হচ্ছে বাংলাভাষী শ্রমিকদের। বাংলাদেশি খোঁজার নামে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমিকদের আটক ও হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? হঠাৎ করে বাংলাভাষীদের উপর এই অত্যাচারের কারণ কী? কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই প্রশ্নের জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্টও। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমিকদের তীব্র হেনস্থার বিরুদ্ধে মামলায় রাজ্যের উচ্চ আদালত পরবর্তী শুনানির মধ্যে কেন্দ্রকে জবাবদিহির নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাফ বক্তব্য, বাংলাভাষীদের উপর এহেন অত্যাচার বরদাস্ত করব না আমরা! গতকালের প্রতিবাদ-মিছিল তো শুধু ট্রেলার ছিল। অবিলম্বে এই নির্যাতন বন্ধ না হলে, এই লড়াই নিয়ে আমরা

দিল্লি পর্যন্ত যাব। বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপির ষড়যন্ত্রের শেষ দেখেই ছাড়ব!

দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, অসম, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের মতো একের পর এক বিজেপির ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে ধরে ধরে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের 'টার্গেট' করছে প্রশাসন। বাংলাদেশি খোঁজার নামে বাংলায় কথা বললেই পাকড়াও করছে বিজেপির পুলিশ। বৈধ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও হয়রানি বন্ধ হচ্ছে না। চলছে অকথ্য অত্যাচার। ছোট্ট ঘরে পিছমোড়া করে ফেলে রেখে নির্মমভাবে মারধরের সঙ্গে ফোন-টাকাপয়সা ও বৈধ পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেওয়া— কিছুই বাকি রাখছে না বিজেপি রাজ্যের পুলিশ। তাঁদের অপরাধ শুধু এটুকুই যে তাঁরা বাঙালি। গতমাসে বৈধ পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল মহারাষ্ট্রের পুলিশ। শেষে বাংলার তৃণমূল সরকারকে হস্তক্ষেপ করে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে হয়।

ফাঁসির ৩ সাজাপ্রাপ্ত ১১ বছর পর বেকসুর

প্রতিবেদন : জয়ন্তী দেব হত্যা-মামলায় দীর্ঘ ১১ বছর পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে বেকসুর খালাস পেলেন সুরজিৎ দেব, লিপিকা পোদ্দার ও সঞ্জয় বিশ্বাস। ২০১৪ সালের ২০ মে, শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিং লটে বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে থাকা দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি লেপ, একটি বড় ট্রলি ব্যাগ ও একটি স্কুল ব্যাগের মধ্যে এক মহিলার টুকরো টুকরো দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এরপর তদন্তে উঠে আসে, মৃতা জয়ন্তী দেবের স্বামী সুরজিৎ ও তাঁর বান্ধবী লিপিকা এবং বন্ধু সঞ্জয় জড়িত এই মামলায়।

জয়ন্তী দেব হত্যা-মামলা

দ্রুত বিচারে ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। অভিযুক্তরা ২০১৯ সালে হাইকোর্টে আপিল করেন। অবশেষে ২০২৫ সালে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ তাঁদের বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয়। আদালত জানায়, তদন্ত যথাযথ হয়নি এবং গুরুতর ত্রুটির ভিত্তিতে দোষারোপ করা যায় না। এই মামলার আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, তাঁর মক্কেলের এই ১১ বছর কে ফিরিয়ে দেবে? তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে জয়ন্তী দেবের সঙ্গে তাঁর স্বামী সুরজিৎ দেবের দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। তাঁরা আলাদা থাকতেন। এরপর তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ সুরজিৎ দেব, তাঁর বান্ধবী লিপিকা পোদ্দার ও সঞ্জয় বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। শিয়ালদহ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের ফাস্টট্র্যাক কোর্ট তিনজনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। তারপর হাইকোর্টে আপিল করেন অভিযুক্তরা।

ছাত্রভোট কবে জানাক রাজ্য

প্রতিবেদন : ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশিত হবে, তা জানিয়ে রাজ্যকে দু-সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসেদের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের তরফে বৃহস্পতিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশ, নির্বাচন হবে কি না ও হলে কীভাবে হবে, তা স্পষ্টভাবে হলফনামায় জানাতে হবে রাজ্যকে।

পড়ুয়াদের বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা

প্রতিবেদন : জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্কুলপড়ুয়া কিশোরীদের এবার বিনামূল্যে এইচপিভি টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের মাধ্যমে ২০২৭ সাল থেকে এই টিকাকরণ কর্মসূচি চালু করা হবে রাজ্যে।

উদ্যোগী রাজ্য

রাজ্য পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অসীম দাস মালাকার জানিয়েছেন, এইচপিভি টিকাকরণ চালু করার সমস্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি চালুর জন্য স্কুল-স্তরে পরিকাঠামো, সংবেদনশীলতা এবং অভিভাবক সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। দেশে মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় সবাধিক প্রাণঘাতী ক্যানসার হল জরায়ুমুখ ক্যানসার বা সার্ভাইক্যাল ক্যানসার। ২০২৩ সালে দেশে এই রোগে আক্রান্ত হন প্রায় ১.২৪ লক্ষ মহিলা। যাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয় প্রায় ৮০ হাজার জনের। এই ক্যান্সারের মূল কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণ। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো টিকা নেওয়া ছাড়া এই রোগের কার্যকর প্রতিরোধ নেই।

ভারতে উৎপাদিত এইচপিভি টিকার দাম ছিল প্রতি ডোজ ২৬০০ টাকা। আমেরিকান ব্র্যান্ডের টিকা শুরু হত ৩৫০০ টাকা থেকে, এমনকী ন্যানোভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রতি ডোজে খরচ হত ১০ হাজার টাকা। ফলে বহু নিম্নবিত্ত কিশোরী এই সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। যদিও এখনও নির্ধারণ হয়নি, ঠিক কোন শ্রেণির বা বয়সসীমার ছাত্রীরা প্রথম পর্যায়ে টিকা পাবে। সাধারণত ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের দু'টি ডোজ যথেষ্ট, আর তার পরের বয়সে তিনটি ডোজ দিতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যচর্চার পাশাপাশি সময়মতো টিকাকরণই এই রোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। স্বাস্থ্যদফতর মনে করছে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে কিশোরীদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

ডায়মন্ড হারবার ও বারাসত শাখায় আরও পাঁচ লোকাল

প্রতিবেদন : বনগাঁ শাখায় লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর পর এবার ডায়মন্ড হারবার ও বারাসত শাখায় আরও পাঁচটি ট্রেন বাড়ানো হল। জানিয়েছে রেল। বনগাঁ শাখায় প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে ভিড় বাড়ছিল। ফলে যাত্রীদের ঝুলে-ঝুলে যাতায়াত করতে হত। যাত্রীদের দাবি ছিল আরও কয়েকটি নতুন ট্রেনের। সেই দাবি মেনে সম্প্রতি বনগাঁ শাখায় বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন বাড়ানো হয়েছে। এরপর বাড়ানো হল ডায়মন্ড হারবার ও বারাসত শাখায়। রেল সূত্রে খবর, ভোর ৫টায় সোনারপুর থেকে ছাড়বে একটি ডায়মন্ড হারবার লোকাল। গন্তব্যে পৌঁছবে ৬টা ৫ মিনিটে। ডায়মন্ড হারবার থেকে চলবে একটি বালিগঞ্জ লোকাল। এটি ডায়মন্ড হারবার ছাড়বে সকাল সাড়ে ছটায়। বালিগঞ্জ পৌঁছবে ৭টা ৫৬-য়। বারাসত থেকে ছাড়বে বসিরহাট লোকাল, সকাল ৬টা ২৫-এ। পৌঁছবে সাড়ে সাতটায়। বসিরহাট থেকে ৭টা ৩৫-এ ছাড়বে আরেকটি ট্রেন, যাবে বারাসত পর্যন্ত। সময় বদলে ৩৪৮৮২ নম্বর সোনারপুর-ডায়মন্ডহারবার লোকাল ট্রেনটি ১০ মিনিট আগে ছাড়ছে।

দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু করবে রাজ্য

প্রতিবেদন : সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে দ্রুত রাজ্যের সমস্ত রাস্তা মেরামতি করবে রাজ্য। বৃহস্পতিবার, কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের সমস্ত রাস্তা দু-সপ্তাহের মধ্যে মেরামতের নির্দেশ দিয়েছে। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাসেদের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে আদালত জানায়, নির্দেশ অমান্য হলে আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ নেবে। জেলা পরিষদ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সকলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে রাজ্য।

পুনর্বাসন ছাড়া রেলের অমানবিক উচ্ছেদ, সাংসদের ডাকে বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : দেগঙ্গা আর কড়েয়া কদম্বগাছি স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায় এক হাজার মানুষের ঘর এবং দোকান ভাঙার নোটিশ দেয় পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন।

বৃহস্পতিবার সকালে রেল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তারা এলাকায় দোকান-বাড়ি ভাঙতেও চলে আসে। রেলের এই অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তাঁর নির্দেশমতো অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি নিজামুল কবির, প্রধান মধুরিমা মণ্ডল, ব্লক সভাপতি মহম্মদ ইশা এবং সহ-সভাপতিরা রেলের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষদের পাশে থেকে উচ্ছেদ করতে আসা রেলের লোকজনকে ঘিরে বৃহস্পতিবার প্রবল বিক্ষোভে শামিল হন। পুনর্বাসন না দিয়ে কোনওরকম উচ্ছেদের চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানান তৃণমূল নেতারা।

লোকশিল্পী সম্মেলনে বাংলার প্রকল্প-কথা

প্রতিবেদন : হুগলির পাঁচ শতাধিক লোকশিল্পীকে নিয়ে চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে বুধবার অনুষ্ঠিত হয় জেলা লোকশিল্পী সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাস্তরের আধিকারিকেরা লোকশিল্পীদের সামনে আলোচনা করেন। ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক তামিল এস ওভাইয়া, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, মেন্টর ও বিভিন্ন দফতরের কর্মাধ্যক্ষরা-সহ প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি, চুঁচুড়ার পুরপ্রধান অমিত রায়, সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা প্রমুখ। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিজন বেসরা সাঁওতালি ভাষায় রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি চুঁচুড়ায় জেলা লোকশিল্পী সম্মেলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। লোকশিল্পীরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জয় জোহার, তফশিলি বন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, ডেঙ্গি রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচার বিষয়ে লোকগান পরিবেশন করেন। অংশ নেন বাউল, ভাটিয়ালি, তরজা ইত্যাদির শিল্পীরা ছাড়াও পুরুষ ও মহিলা ঢাকি, আদিবাসী নৃত্য, রণপা, রায়বেঁশে, শ্রীখোলবাদন শিল্পীরাও অংশ নেন এই সম্মেলনে বলে জানান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকারিক প্রদীপ্ত আচার্য।

চুঁচুড়ার রবীন্দ্র ভবনে জেলা লোকশিল্পী সম্মেলনে বিশিষ্টরা।

রাজ্য
18 July, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির অনলাইন মার্কেটিং-এর ওয়েবসাইট জাল করে ক্রেতাদের ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের তথ্য হাতিয়ে প্রতারণা। অনলাইন সাইবার প্রতারণার অভিযোগে বুধবার রাতে পাড়ুয়ার বাসিন্দা মহম্মদ আফসারকে (২৬) গ্রেফতার করে পুলিশ

রাজনীতিতে না পেরে বাঙালি-হেনস্থা হাওড়ায় বিজেপিকে দুষলেন ঋতব্রত

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাংলায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' তকমা! বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে না পেরে এভাবে বাংলার সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের প্রস্তুতিতে হাওড়া (সদর) আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে হাওড়া ময়দানে আয়োজিত সভায় এভাবেই কেন্দ্রকে বিঁধলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাবেশে ছিলেন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া (সদর) তৃণমূল

■ একুশের প্রস্তুতি সভায় বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার হাওড়ায়।

সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ দাস, হাওড়ার মুখ্য পুর-প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, যুবনেতা কৈলাস মিশ্র, কল্যাণ ঘোষ, সীতানাথ ঘোষ প্রমুখ। এদিন ঋতব্রত বলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের ধরে ধরে পাঠানো হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। ধরানো হচ্ছে এনআরসির নোটিশ। আসলে রাজনৈতিক লড়াইয়ের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পেরে উঠছে না। সে কারণেই বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের হেনস্থা শুরু করেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের কোনও অবদান নেই, সেই বিজেপি-আরএসএসকে এটা মানায় না! ঋতব্রতর সংযোজন, এই বাঙালি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ২০২৬-এর ভোটে বিজেপিকে পর্যদুস্ত করে ওদের যোগ্য জবাব দিতে হবে। এবার একুশে জুলাই ধর্মতলায় অগণিত মানুষের জমায়েত হবে। ভিড়ের নিরিখে আগের সমস্ত রেকর্ড এবার টপকে যাবে।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কাউন্সিলর মৌসুমী দাস প্রমুখ। যোধপুর পার্ক থেকে মিছিলের পর লর্ডসে সভা।

■ আমতা কেন্দ্র আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিতে বিধায়ক সুকান্ত পাল, অরূপেশ ভট্টাচার্য, তরুণ দোলুই প্রমুখ।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে গঙ্গাসাগরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

■ একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে শিয়ালদহের কোলে মার্কেটের সামনে উত্তর কলকাতা জেলা আইএনটিটিইউসি প্রস্তুতি সভা। সুসজ্জিত ট্যাবলো উদ্বোধনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার, শুভজিৎ মৈত্র, বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, অলোক দাস, কৃষ্ণপ্রতাপ সিং, সুমন সিং, পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস, অসিতবরণ সরকার প্রমুখ। বৃহস্পতিবার।

মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের তালিকাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে : সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন : উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দের তালিকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেক্ষেত্র যে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ এখনও বাকি আছে সেই সব ক'টিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আচার্য (রাজ্যপাল) আলোচনা করে নিতে পারেন বলে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্দেশ দেয়। আগেই ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়ে গেছে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছে। ১০ দিন পর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।

অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে সংঘাতের মধ্যেই মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। এরপর ২০২৪-এ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বে সার্চ ও সিলেকশন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জানিয়ে দেয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটির উপাচার্যদের নামের তালিকা তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। কিন্তু রাজ্যপাল ফের সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান, তালিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এরপরেই সার্চ কমিটির কাছে রিপোর্ট চায় সুপ্রিম কোর্ট। গত সপ্তাহে কমিটির দেওয়া রিপোর্ট বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর হাতে এসে পৌঁছয় বলে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে জানান তাঁরা। পর্যবেক্ষণে সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আচার্য নিয়োগের সমস্যা থাকলেও তেমন গুরুতর নয়। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা রয়েছে। বাকি উপাচার্যদের নিয়োগ মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো তালিকা মেনেই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সূর্যকান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

টেলি অভিনেত্রীকে হেনস্থা

প্রতিবেদন : টেলি অভিনেত্রীকে কটূক্তি। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ভোররাতে উত্তেজনা ছড়ায় যাদবপুরে। ওই অভিনেত্রীর অভিযোগ, কাজ থেকে ফেরার পথে বাড়ির সামনেই এক চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎ করে পিছন থেকে একটা গাড়িতে আসেন তিনজন। প্রথমে পার্কিং নিয়ে সমস্যা শুরু করলেও পরে কটূক্তি করা শুরু হয়। এ-সময় অভিনেত্রী এবং তাঁর বন্ধুরা প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যা নিয়ে বিবাদের জেরে দু-পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। ঠিক কী ঘটেছিল জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

না বলেই জমি অধিগ্রহণ কেন্দ্রের, আতান্তরে বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, ডানকুনি : বঞ্চনার পাশাপাশি এবার জমি হাতিয়ে নেওয়ার মতো নোংরা খেলায় নেমেছে কেন্দ্র। আচমকাই দেখা যাচ্ছে ডানকুনির ৪নং ওয়ার্ডের জাতীয় সড়কের দুপাশের প্রায় ৩২ বিঘা জমি সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে গিয়েছে। হঠাৎ করেই ভিটেমাটি হারিয়ে দিশেহারা এলাকাবাসী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা।

দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে ছয় লেনের হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। জাতীয় সড়কের দুই পাশে প্রায় ৩২ বিঘা বাস্তু জমি অধিগ্রহণ করা

■ প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।

হয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনও আলোচনা ছাড়াই তাদের জমি সরকারি রেকর্ডে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে চলে গেছে। এমনকী ক্ষতিপূরণও তাদের দেওয়া হয়নি। এটা জানার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ। ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর হাসান মণ্ডল বলেন, হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে ডানকুনি টোলিং পশ্চিম দিকে একটা বসতি আছে, সেটাকে তুলে দেওয়া হল। কোনও নোটিশ দেয়নি। আলোচনা করেনি। হঠাৎ করে উৎখাত। জমি অধিগ্রহণের এটা কোনও পদ্ধতি নয়। জমি অধিগ্রহণ একটা সিস্টেম্যাটিক বিষয়। রাতের অন্ধকারে রেখা টেনে দিয়েছে।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় রাজপুর রবীন্দ্র ভবনে বিধায়ক লাভলি মৈত্র, শুভাশিস চক্রবর্তী, শক্তিপদ মণ্ডল-সহ অন্যরা।

■ হাওড়ার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূলের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় পিন্টু মণ্ডল, শৈলেশ রাই, গৌতম দত্ত প্রমুখ।

■ হুগলির শ্রীরামপুরের তৃণমূল এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় ডাঃ তাপস মণ্ডল, অসিত মজুমদার, অরিন্দম গুঁই, প্রদীপ বাসপর, মনোজ চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী,

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধূপগুড়িতে দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরবোঝাই লরিকে ধাক্কা গাড়ির। ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনজন। একনজরে অবস্থা আশঙ্কাজনক

বনমহোৎসব পালন

■ আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়াতে পালিত হল বনমহোৎসব। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে বনসংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ নিয়ে আলোচনা হয়। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের ৬৫টি যৌথ বনসুরক্ষা কমিটির হাতে প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেয় বন দফতর। এদিনের অনুষ্ঠানে বনদফতরের অধিকারিকদের পাশাপাশি সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক, মহকুমাশাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল উন্নয়ন

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের উন্নয়নে উদ্যোগ নিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এইচডিইউ ইউনিটে চারটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বসছে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ও চিকিৎসক রঞ্জিত মণ্ডল সংবাদমাধ্যমকে একথা জানান। উদয়ন গুহের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এই টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পূর্ত বিভাগ বর্তমানে হাসপাতালে ইলেকট্রিক সংযোগের কাজ সম্পন্ন করছে।

কুয়োতে পড়ে

■ কুয়োতে পড়ে গেল মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউনের ঘটনা। দমকল ও পুলিশের তৎপরতায় ওই মহিলাকে দ্রুত কুয়ো থেকে তোলা হয়। উদ্ধারের পর নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুরে কুয়োতে পড়ে যান ওই মহিলা।

মানবিক কর্মী

■ তৃণমূল কর্মীর মানবিক মুখ। বুধবার রাতে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ গয়েরকাটা থেকে ধূপগুড়িগামী পথে নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে একটি ডলোমাইট বোঝাই লরি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাওয়া সেই লরির কেবিন ভেঙে আহত চালক ও খালাসি বেরোনোর চেষ্টা করছিলেন। চালকের হাত থেকে তখন ঝরছে রক্ত, আশপাশে কেউ নেই সাহায্যের জন্য। ঠিক তখনই বাইকে ফিরছিলেন সাকোয়াঝোরা অঞ্চল যুব তৃণমূল কনভেনার রাজু ইসলাম। খালাসি ও চালককে নিজের বাইকে করে হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি।

ধসে পাথর চাপা পড়ে বাবা-মেয়ের মৃত্যু

বিজনবাড়ি

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ফের ধস। পাথর চাপা পড়ে মৃত্যু হল বাবা ও মেয়ের। বুধবার সন্ধেয় মর্মান্তিক ঘটনাটি দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি ব্লকের গোকে এলাকার। মৃতদের নাম প্রণীল লিম্বু (২৮) ও সামান্থা লিম্বু (৮)। বৃহস্পতিবার সকালে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জিটিএ প্রধান অনীত থাপা। পাশে থাকার কথা দেন। এদিনই বাবা ও মেয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির কাছে পাহাড়ের ঢালে পানীয় জলের পাইপ মেরামতির কাজ করছিলেন প্রণীল। কাজের সময় সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সামান্থাও। ঠিক সেইসময় পাহাড় থেকে ধস নামে। গড়িয়ে আসতে থাকে বড় বড় পাথর। তারই একটির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রণীলের। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সামান্থাকে উদ্ধার করে বিজনবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। জিটিএ সভাসদ কেশবরাজ পোখরেল বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পানীয় জলের পাইপ মেরামতির সময় আচমকা ধসের ঘটনা ঘটে। সেই ধসেই বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। জিটিএ সবরকমভাবে পরিবারকে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকাল থেকেই পাহাড় থেকে সমতলজুড়ে টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুধবার রাতে সমতলের জেলাগুলোতে কিছুটা বিরাম হলেও পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েই চলছিল। মঙ্গল ও বুধে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটেছে। দার্জিলিং পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ধসের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ১০টি বাড়ি। একইভাবে বাংলা-সিকিম লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সেবক ও শ্বেতীঝোরাতেও ধসের ঘটনা ঘটে। ব্যাহত হয় যান-চলাচল। যদিও বুধবার সকালে ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জাতীয় সড়কের পরিবর্তে গরুবাথান, আলগাড়া হয়ে কালিম্পং ও সিকিম চলাচলের আবেদন জানিয়েছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

■ নিয়ে আসা হচ্ছে কফিনবন্দি দেহ। ডানদিকে, শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন অনীত থাপা।

বাংলা বলায় হরিয়ানায় ফের কোচবিহারের শ্রমিকদের হেনস্থা

ফোন পেয়েই ব্যবস্থা পার্থর

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির রাজ্যে বাঙালি শ্রমিক হেনস্থা অব্যাহত। বাংলা বলায় ফের হরিয়ানার গুরগাঁওতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় কোচবিহারের একাধিক শ্রমিককে। তাঁরা তড়িঘড়ি বিষয়টি ফোনে জানান প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়কে। শ্রমিকদের ফোন পেয়েই ব্যবস্থা নেন পার্থ। তিনি শ্রমিকদের আশ্বাস দেন সমস্ত রকম সাহায্যের। ইতিমধ্যেই তিনি এই বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের কাছেও বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানান। বলেন, বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বদের জানানো হয়েছে। দলের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে গুরগাঁওয়ে যাব। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে জাতিগত বা পরিচয় নিয়ে হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে বাংলার শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে কলকাতা রওনা হওয়ার সময় পার্থপ্রতিম সাংবাদিকদের এমনটাই জানিয়েছেন।

■ পার্থপ্রতিম রায়।

শিলিগুড়ির ডাকাতিকাণ্ডে বিহার থেকে ধৃত আরও ১

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সোনার দোকানে ডাকাতিকাণ্ডে তদন্ত নেমে সবমিলিয়ে আটজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ির পুলিশ। এরমধ্যে সাতজনই বিহার থেকে গ্রেফতার হয়েছে। বিহারের একটি বড় গ্যাং যে ডাকাতির মাথা তা ধরে ফেলেছে পুলিশ। ধৃতদের সূত্র ধরেই জোরালো তদন্ত শুরু হয়েছে। উঠেছে আসছে একাধিক তথ্যও। বিহার থেকে বৃহস্পতিবার রাতে ইমরান রাজা নামে দুষ্কৃতীকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । এখনও পর্যন্ত শাকিব খান, শ্যাম সিং, সুমিত কুমার, কমলেশ দেবী, সুমিত কুমার জামিল আক্তার সুবানি, এমডি হাসান ধৃত। সোনার দোকান থেকে লোকাট হওয়া সোনার হদিশ পাওয়া যায়নি বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। এদের মধ্যে তিনজন সুমিত কুমার, কমলেশ দেবী ওএমডি হাসানের কাছ থেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে ২০০ গ্রাম সোনার উদ্ধার করেছে। বিহার থেকে গ্রেফতার হওয়া মূল অভিযুক্ত ইমরান রাজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। কমলেশ দেবী ও সুমিত কুমার সোনাগুলি নিয়ে অন্য জায়গায় বিক্রি করবার ছক কষে ছিল। আরও চারজনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের অন্তর্গত ডিপ অ্যাকটিভ ডিপার্টমেন্টের এসিপি দেবাশিস বোসের তত্ত্বাবধানে একটি স্পেশাল টিম এই আট জনকে গ্রেফতার করেছে। বিধান জুয়েলারির মালিক ধন্যবাদ জানিয়েছে পুলিশকে। প্রসঙ্গত ২০ জুন শিলিগুড়িতে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় সোনা, রুপো ও হিরে মিলিয়ে মোট ২০ কোটি টাকা ডাকাতি হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর উপহার, জর্দা নদীর ওপর দুই সেতুর উদ্বোধন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শ্রাবণী মেলার আগেই উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য এক বিশাল উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার জল্পেশ মন্দির সংলগ্ন জর্দা নদীর ওপর দুটি নতুন সেতু ও একটি ফুট ব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর জল্পেশ মন্দিরে শিবদর্শনে আসাকে সহজতর করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে চরম খুশি পুণ্যার্থী, স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসন। পূর্ত দফতর এবং জেলা পরিষদের যৌথ সহায়তায় নির্মিত হয়েছে দুটি সেতু। এর মধ্যে জল্পেশমেলা প্রাঙ্গণ থেকে মন্দিরের শিবচতুর্দশী দ্বার পর্যন্ত তৈরি হওয়া সেতুর দৈর্ঘ্য ৪৮ মিটার। ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৩৮ টাকা।

এই সেতু ব্যবহার করেন আশপাশের প্রায় এক লক্ষ মানুষ। এতে চা-বাগান ও প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্রিক অর্থনীতি উপকৃত হবে। দ্বিতীয় সেতুটি, জর্দা নদীর উপর তৈরি হয়েছে। তার নির্মাণখরচ ১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৯৫ টাকা। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণ রায় বর্মন, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী ও জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ধূপগুড়ি বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়, জেলাশাসক সামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত প্রমুখ।

■ উদ্বোধনে বুলুচিক বরাইক, খগেশ্বর রায়, উমেশ গণপত প্রমুখ।

আমার বাংলা
18 July, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জলস্তর কমলেই নদীপাড় ভাঙন রোধের কাজ পুরোদমে : মানস

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ডিভিসি এবং গালুডি জলাধার থেকে রাজ্যকে না জানিয়েই অবিবেচকের মতো জল ছাড়ায় বিপন্ন বহু গ্রাম। জলের তোড়ে ভাঙছে নদীর পাড়। বানভাসি হচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। মেদিনীপুর সদর ব্লকের মণিদহ এলাকায় নদীভাঙন পরিদর্শন করলেন জলসম্পদ উন্নয়ন ও সেচ দফতরের মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। কথা বললেন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গেও। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই সেচ আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন, নদীর জলস্তর কমলেই নদীপাড় ভাঙন প্রতিরোধে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জলছাড়ার ফলে বেড়েছে কংসাবতী নদীর জলস্তর। তীব্র জলের স্রোতে ভাঙতে শুরু করেছে নদীপাড়। মণিদহ গ্রাম এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটারেরও বেশি নদীপাড়ে দেখা দিয়েছে ধস। ফলে আতঙ্কিত গ্রামের মানুষেরা। বৃহস্পতিবার সেই এলাকা পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী। নদীভাঙন রোধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ঘটনার জন্য দায়ী করলেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে।

■ নদীভাঙন ঘুরে দেখছেন মানস ভুঁইয়া।

রাজ্যকে না জানিয়ে যখন-তখন ডিভিসি ও গালুডি জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলেও জানালেন মন্ত্রী। তবে রাজ্য সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিপন্ন মানুষজের পাশে দাঁড়াতে।

হড়পা বানে তলিয়ে যেতে যেতেই প্রাণে বাঁচল পড়ুয়া

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ঝাড়খণ্ডের পাহাড়ি নদীর জলে তৈরি হওয়া হড়পা বানে তলিয়ে যেতে যেতে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্লকের নিশিন্দ্রা হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ। ওই ছাত্রের প্রাণরক্ষার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলা জুড়ে। কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের কারণে মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে দুই রাজ্যের নদীর জল এখন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লক দিয়ে নামতে শুরু করেছে। বুধবার সকাল থেকে নিশিন্দ্রা কাটান এলাকায় ৮০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করায় ফরাক্কা দিয়ে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত। রাস্তার উপর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে জল বইছে বলে প্রশাসন দুপাশে বাঁশের ব্যারিকেড করে দিয়েছে। ফলে বাংলা ও ঝাড়খণ্ড পণ্যবাহী বা যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ।

বৃহস্পতিবার সকালে দীপ মণ্ডল (১৫) সাইকেল চালিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল।

■ এই রাস্তাতেই তলিয়ে যাচ্ছিল পড়ুয়া।

সে যখন রাস্তার মাঝামাঝি হঠাৎ হড়পা বান ধেয়ে আসে। ছাত্রটি সাইকেল সমেত স্রোতের টানে বেশ কিছুটা চলে যায়। জলের সঙ্গে প্রচুর কচুরিপানা রাস্তার একটি ধারে জমে ছিল। সাইকেল গেলেও ছাত্রটি সেগুলো ধরে ফেলে প্রাণে বাঁচে। সেতু থাকলে এমন হত না। আর সেতু না থাকার দায় এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের উপরে চাপিয়েছেন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। কারণ ওই রাস্তার একটি অংশ ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বিধায়ক ওই ছাত্রকে একটি নতুন সাইকেল কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

বৃদ্ধাশ্রমে নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা, বিধায়কের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী হল পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ। রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দ্রা অঞ্চলে অবস্থিত উদ্বর্তন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে এক বৃদ্ধাশ্রম। বিধায়কের উদ্যোগে আজ থেকে সেখানে শুরু হল বিনামূল্যে সকল প্রকার চিকিৎসা পরিষেবা। সেই চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে থাকছে হৃদরোগ ও চক্ষু বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা। এছাড়াও ইসিজি, রক্তপরীক্ষার মতো বিভিন্ন পরিষেবা ওই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকেরা বিনামূল্যে করাতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, আমি পিতৃমাতৃহারা। আমার কাছে

■ বৃদ্ধাশ্রমে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই পিতা-মাতার সমান, তাই এই অসহায় মা-বাবাদের প্রতি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কোনও রাজনীতি নয়, সম্পূর্ণ মানবিক ভাবনা থেকেই আমার এই উদ্যোগ।

তমান্না-তদন্তে অফিসার বদল

সংবাদদাদা, নদিয়া : তমন্না খুনের তদন্তকারী অফিসার বদল করলেন জেলা পুলিশ সুপার কে অমরনাথ। কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের গণনার দিন ২৩ জুন দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমায় নিহত হয় নয় বছরের বালিকা তমন্না খাতুন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন দোষীদের রেয়াত করা হবে না। পুলিশি তৎপরতায় নজন অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। বাকি ১৫ জন অভিযুক্ত ধরা না পড়ায় বিরোধীরা শোরগোল তোলে। এরপরই তদন্তকারী অফিসার এএসআই দিবাকর দাসকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল মহিউল ইসলামকে।

■ মৃত এই ডলফিনটি ভেসে এসেছে খেজুরির হিজলি সৈকতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে।

ইনস্টাগ্রাম লাইভে আত্মঘাতী ছাত্রী

সংবাদদাতা, পটাশপুর : প্রেমিকের সঙ্গে মনোমালিন্য। অভিমানে ইনস্টাগ্রাম লাইভে এসে গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক ছাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের খাড় গ্রামপঞ্চায়েতের মালিপাটনা গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম রিতা রায় (২০)। উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর জেলার খাকুড়দার এক বেসরকারি কলেজে ডিএলএড পড়ছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, ইনস্টাগ্রাম লাইভ দেখে তাঁকে আশেপাশের কয়েকজন বাঁচাতে এলেও শেষরক্ষা হয়নি। কয়েক বছর ধরে রিতার সঙ্গে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কয়েকদিন ধরে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। বৃহস্পতিবার সকালে ফোনে দুজনে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়। এরপরেই অভিমানে ওই ছাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। পটাশপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ছাত্রীর বাবা যাদব রায় পেশায় দিনমজুর। মা রিঙ্কু স্কুলে রান্না করেন। বাবা মাঠে কাজে গিয়েছিলেন এবং মা দুধ বিক্রি করতে বেরোন। কেউ না থাকার সুযোগে আত্মহত্যা করে ওই ছাত্রী। ইনস্টাগ্রামে প্রায় আট মিনিটের আত্মহত্যার ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছেন সবাই।

একুশের ট্রেলার হল পানাগড়ে : সায়নী

সংবাদদাতা, পানাগড় : একুশের সমর্থনে পানাগড়ে সভা এবং মিছিলে যোগ দিলেন তৃণমূলের রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় থেকে গুরদুয়ারা পর্যন্ত মিছিল করেন তিনি। মিছিল শেষে গুরদুয়ারার সামনে সভা হয়। সেখানে সায়নী ছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক যোগ দেন। মিছিল শেষে বিজেপির উদ্দেশে মঞ্চ থেকে সায়নী বলেন, পানাগড়ে যে মিছিল হয়, এটা শুধু ট্রেলার, গোটা পিকচার হবে একুশে জুলাইয়ের সভায়।

কাঁথিতে বিজেপি বনাম বিজেপি

সংবাদদাতা, কাঁথি : গদ্দোরর এলাকা বলে পরিচিত কাঁথি উত্তাল বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলে। ক্রমশ ভাঙছে বিজেপি। বিজেপি পরিচালিত গ্রামপঞ্চায়েতে জনরোষের মুখে পড়লেন বিজেপির প্রধান কাঞ্চন মণ্ডল। কাঁথি ৩ ব্লকের বিজেপি পরিচালিত দুরমুঠ গ্রামপঞ্চায়েতের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সহ একাধিক অভিযোগ তুলেছেন বিজেপিরই জনপ্রতিনিধিরাও। বর্ষার আগে ওই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার একটি রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে হওয়ার কথা ছিল। কাজ শুরু না করে গত কয়েকদিন আগে ঠিকাদার রাস্তার ওপর ছাই বিছিয়ে দেয়। প্রতিবাদ জানালে প্রধান ভাঙা ইট দিয়ে মেরামতের আশ্বাস দেন। এরপরে ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে যান। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাও। অভিযোগ, সেই সময় পঞ্চায়েতের ভেতর থেকে প্রধানের অনুগামীরা এসে বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হন।

■ পঞ্চায়েত অফিসেই চলেছে হাতাহাতি।

তাতেই হাতাহাতি বেধে যায়। শেষমেশ প্রধান ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করার আশ্বাস দিলে গোলমাল থামে। সোমবারের এই ঘটনায় ইতিমধ্যে প্রধানের অনুগামী মহাদেব মণ্ডল কয়েকজনের নামে অভিযোগ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা কাঁথি মহকুমা আদালত থেকে আগাম জামিন নেন। কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ বলেন, প্রধান অনুগামীকে দিয়ে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। এভাবে মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যায় না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার রাতে মহিষাদলের কেশবপুরে প্রাচীন শীতলা মন্দিরের গয়না-নগদ চুরি করে পালায় একদল দুষ্কৃতী। ধরা পড়ে গণপিটুনিতে মারা যায় নন্দকুমারের সহদেব বেরা (৩২)। পুলিশ বাকি চোরদের খোঁজ ও গণপিটুনিতে জড়িতদের চিহ্নিতকরণ শুরু করেছে

আমার বাংলা

18 July, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

একুশের প্রস্তুতি

■ একুশের প্রস্তুতি-মিছিলে অনুব্রত মণ্ডল।

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে কালীগঞ্জ ব্লকে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে সরকারি হাসপাতালে প্রস্তুতিসভায় সদ্য জয়ী বিধায়ক আলিফা আহমেদ, ফেডারেশন নেতা অনুপম মণ্ডল, সাধন ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ মহিষাদলের লক্ষ্যা ১ অঞ্চল তৃণমূলের ডাকে একুশের সমাবেশের সমর্থনে মিছিল।

■ পিংলা ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিমাই সিং প্রমুখ।

■ নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ডাকে রানাঘাটে একুশের প্রস্তুতি মিছিল হল আনুলিয়া পার্টি অফিস থেকে রানাঘাট দক্ষিণপাড়া পর্যন্ত। মিছিলে হাঁটলেন নদিয়া দক্ষিণের যুব সভাপতি বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, বর্ণালী দে-সহ নেতা-কর্মীরা।

শহিদ স্মরণে রক্ত সমর্পণ করে জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল সদস্যদের ধর্মতলা যাত্রা শুরু

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ১৯৯২ সালের ২১ জুলাই মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে বামেরা ঝরিয়ে দেয় ১৩টি তাজা প্রাণ। ধর্মতলায় দলের শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে শহিদ স্মরণে কীভাবে রক্তের ব্যবহার করতে হয় তা বোঝাতে রক্ত সমর্পণ উৎসব করে কলকাতার একুশের সমাবেশে যোগ দিতে যাত্রা করছেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার রঘুনাথপুরের এক কমিউনিটি হলে আয়োজিত সেই উৎসবে রক্তদান করেন দেড়শোর বেশি মানুষ। এঁদের মধ্যে কুড়িজনের বেশি ছিলেন মহিলা রক্তদাতা। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, জেলা যুব সভাপতি গৌরব সিং, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, জেলা পরিষদের কো-মেন্টর সহদেব মাহাত, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মিনু বাউরি, এলাকার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা হাজারি বাউরি, জেলা পরিষদ সদস্যা নুরুন নাহার, অর্জুন মাহাত প্রমুখ। জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আনসারি বলেন, সিপিএম রক্ত ঝরাত মানুষ মারার জন্য। আমরা রক্তদান করি জীবন বাঁচানোর জন্য। রক্তদান করে কলকাতা যাচ্ছি এই বার্তা দিয়েই। জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার বলেন, সিপিএমের বর্বর অত্যাচারে ৩৩ বছর আগে একুশে জুলাই যে সব যুবকর্মী আহত হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য রক্ত দেননি তৎকালীন এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তখন হাসপাতাল চত্বরেই রক্তদান শিবির করেন দিদির নেতৃত্বাধীন যুবকর্মীরা। তাই এই শহিদ দিবসের সঙ্গে রক্তদানের সম্পর্ক আছে। সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত বলেন, রক্তই বুঝিয়ে দেয়, মানুষের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভাজন নয়, ঐক্যই রক্তের সম্পর্ক গড়ে তোলে। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, অরাজকতার অন্ধকার সরিয়ে মুক্তির যে আলো মুখ্যমন্ত্রী জ্বালিয়েছেন, সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। তাই বেড়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভাতৃত্ববোধ। আমরা তাই দেখি এখন বহু মহিলা রক্তদান করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি বাংলাকে বদলে দিয়েছেন।

■ রঘুনাথপুরে রক্তদান শিবির শেষে কলকাতা রওনা দেওয়ার অপেক্ষায় তৃণমূল কর্মীরা।

শিক্ষকের মারের ভয়ে অসুস্থ ১৬ ছাত্রী, আটক অভিযুক্ত

রামপুরহাট

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার সকালে রামপুরহাটের সন্ধিপুর এলাকার এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীববিদ্যার শিক্ষকের মারের ভয়ে জ্ঞান হারায় ১৬ জন ছাত্রী। অসুস্থ ছাত্রীদের রামপুরহাট মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত শিক্ষককে। খবরে প্রকাশ, ওই জীববিদ্যার শিক্ষককে অন্য কয়েকজন ছাত্রীকে মারধর করতে দেখে একাদশ শ্রেণির ১৬ নাবালিকা ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযুক্ত শিক্ষককের বিরুদ্ধে আগেও মারধর ও খারাপ আচরণের অভিযোগে তাঁর ক্লাস করতে না চেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে গণস্বাক্ষর করে আবেদন জমাও দেয় ছাত্রীরা। তবু বৃহস্পতিবার তাদের ক্লাস করতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, একাদশ শ্রেণির জীববিদ্যার সিলেবাসে মানব শরীরের অনেক বিষয় পড়ানো হয় যা অত্যন্ত সংবেদনশীল। কিশোর-কিশোরীদের মনে এর প্রভাব পড়তেই পারে। ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই বিষয়গুলি তাদের বোঝাতে হয় বলে মতামত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের। এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে, ওই সব বিষয় পড়ানোর সময় ছাত্রীদের সঙ্গে কোনও খারাপ আচরণ করার জন্যই কি ওই শিক্ষকের ক্লাস করতে চায়নি ছাত্রীরা? খবর পেয়ে কলকাতা থেকে স্কুলকর্তারা রামপুরহাট রওনা দিয়েছেন। শিক্ষককে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিপুল গাঁজা-সহ ধৃত ৩ দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, আসানসোল : প্রায় ৪৪ কেজি গাঁজা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার কাকড়শোল এলাকা থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, ধৃতেরা নদিয়া জেলা থেকে গাঁজা নিয়ে আসানসোল এসেছিল। তবে এত পরিমাণ গাঁজা কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখছে গোয়েন্দা বিভাগ।

বড়জোড়ায় মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

সংবাদদাতা, বড়জোড়া : হাটআশুড়িয়া গ্রামে বুধবার মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল সাধন বাউরির (৬১)। আহত তাঁর স্ত্রী সারথী বাউরি। জেলায় একটানা বৃষ্টিতে বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে অনেক মাটির বাড়িই। মাটির বাড়িতে বিশ্রাম নিতে যাওয়াই কাল হল সাধন বাউরির। মৃতের বৌমা কচি বাউরি বলেন, চাষের কাজ সেরে এসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাঁদের টালির চালার মাটির ঘরে বস্তার উপর ঘুমিয়ে পড়েন শ্বশুর মশাই। ঘরে তাঁর স্ত্রী সারথি বাউরিও বসেছিলেন। দুপুরে প্রচণ্ড জোর বৃষ্টি নামায় ওদের পাকা দেওয়ালের ঘরে ডাকি। কিন্তু ওঁরা এলেন না। কিছুক্ষণ পরেই জোরাল আওয়াজ শুনে বাইরে এসে দেখি মাটির ঘরটি পড়ে গিয়েছে। মাকে পাওয়া গেলেও বাবাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে পাড়ার লোকজন এসে মাটি সরিয়ে ওঁকে উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রেঁধে, বসিয়ে দুর্গত গ্রামবাসীদের খাওয়াল মানবিক জেলা পুলিশ

ঝাড়গ্রাম

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল থানার শালতোড়িয়া গ্রামের মানুষ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মানবিক পদক্ষেপের সাক্ষী রইল। টানা বৃষ্টির জেরে ডুলুং নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয় গ্রামটি। এই নিয়ে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও সাঁকরাইল থানার আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রামে পুলিশের আয়োজন করা হয় কমিউনিটি কিচেন। জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সাঁকরাইল থানার সহযোগিতায় রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা শুধু নজরদারি করেই থেমে থাকেননি, তাঁরা নিজের হাতে বালতি নিয়ে গ্রামের মানুষকে খাবার পরিবেশন করেন। ডিএসপি (ডিএনটি) সব্যসাচী ঘোষ ও সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দলই নিজেরা উপস্থিত থেকে খিচুড়ি, তরকারি, ডিমের ঝোল, চাটনি ও মিষ্টি বসিয়ে খাওয়ান গ্রামবাসীদের। এর ফলে মানবিকতায় উজ্জ্বল এক নজির স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। ডিএসপি সব্যসাচী ঘোষ জানান, বৃষ্টির কারণে মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এই খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই তাঁদের পাশে দাঁড়াতে কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা। শুধু আজ নয়, ভবিষ্যতেও আমরা মানুষের পাশে থাকব। যাতে দুর্গতদের ক্ষতি না হয় এটাই লক্ষ্য। জেলার অন্যান্য প্লাবিত এলাকাতেও এই উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা। তাঁর নেতৃত্বেই গোটা জেলা জুড়ে চলছে সহায়তা কার্যক্রম। তবে আজ রোদের দেখা মেলায় কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস মিলেছে প্রশাসনের। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে আশাবাদী পুলিশ প্রশাসন।

■ খাবার পরিবেশনে জেলা পুলিশের ডিএসপি এবং ওসি।

১০
১৮ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 July, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

২১-এ যোগ দিতে মুখিয়ে চা-শ্রমিক ও আদিবাসীরা, র‍্যালিতে জানালেন প্রকাশ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা-বলয় হাসছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই। তাই ধর্মতলার ২১-এর সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে হাজির হবেন আদিবাসী সমপ্রদায়ের মানুষেরা। থাকবেন রেকর্ড সংখ্যক চা-শ্রমিকও। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের বীড়পাড়ায় সভার আহ্বানে বাইক র‍্যালিতে অংশ নিয়ে এমনটাই জানালেন সাংসদ প্রকাশ চিকবরাইক। তিনি বলেন, প্রত্যেক বছরই দলের কর্মীদের সঙ্গেই অসংখ্য সাধারণ মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজির থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে। এবারেও তাই হবে।

শহিদ দিবসের সমাবেশ থেকেই বাংলার মানুষ দেখিয়ে দেবেন তাঁরা সকলেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে। এদিন বীরপাড়া রবিকান্ত হাই স্কুলের সামনে থেকে ওই বাইক রালি শুরু হয়ে আলিপুরদুয়ার নর্থ পয়েন্ট পর্যন্ত যায়। ওই রালিতে বাইক চালিয়ে অংশগ্রহণ করে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ওই রালি থেকে এনআরসির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।

■ আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায় বাইক র‍্যালির নেতৃত্বে প্রকাশচিক বরাইক।

নেতা-কর্মীদের রওনা ও মিছিল

■ নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে কলকাতার পথে রওনা হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের অন্য কর্মীরাও। পার্থপ্রতিম বলেন, কোচবিহার থেকে বহু মানুষ ধর্মতলায় ২১-এর সমাবেশে যোগ দেবেন।

■ নিউ কোচবিহার স্টেশনে জেলা তৃণমূলের ক্যাম্প চালু হল বৃহস্পতিবার। ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, রাজেন্দ্র বৈদ, সায়নদীপ গোস্বামী, শুভঙ্কর দে, দিলীপ সাহা-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়ায় আয়োজিত হল মিছিল। মিছিলটি পাটহাটি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা পরিষদ সহ-সভাধিপতি গোলাম রসুল, বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, মহিলা নেত্রী চৈতালি ঘোষ দাস উপস্থিত ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে।

■ দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির মাটিগাড়া ২ ব্লকের উদ্যোগে ২১-এর আহ্বানে হল বিরাট মিছিল। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, সাধারণ সম্পাদক সৌম্য মজুমদার, মাটিগাড়া ব্লক ২ সভাপতি জীবন ভগৎ, হেমরাজ ছেত্রী, ব্রজকান্ত বর্মন, মহম্মদ নৈমুদ্দীন, শিবন বিশ্বাস প্রমুখ।

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে টোটো

■ টোটো পেয়ে খুশি জলপাইগুড়ির প্রৌঢ়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মানবিক মন্ত্রী। বিশেষভাবে সক্ষক ব্যক্তিকে ব্যাটারি চালিত টোটো দিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। বৃহস্পতিবার জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী করা জল্পেশ-এর ২ সেতুর উদ্বোধনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হাতে জেলা পরিষদের জমিতে ব্যবসা করার জন্য সরকারি অনুমতিপত্র তুলে দেওয়া হয়। ফলে এবার থেকে নিয়ম মেনে ও সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে তারা জেলা পরিষদের জায়গায় ব্যবসা চালাতে পারবেন। এর মাধ্যমে জেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের আইনি স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক।

যুগলের আত্মহত্যা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি থানার ভিকনপুরের শালবাগান এলাকায়। মৃত যুগলের নাম অমিত রায়, বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার মহেশপুর এলাকায় এবং যুবতীর নাম জয়শ্রী রায়,বাড়ি ডালিমগাঁও এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় মানুষেজন তাদের ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে খবর দেয় অমিতের পরিবারের লোকেদের। এলাকায় মানুষেরা ভিড় জমায় ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে ছুটে আসে কুশমন্ডি থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

আরও নতুন কাজের পরিকল্পনা জেডিএর

■ বৈঠকে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : নতুন করে বেশ কিছু কাজের পরিকল্পনা নিল জয়গাও উন্নয়ন পর্ষদ। বৃহস্পতিবার জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে এই বৈঠক আয়োজিত হয়। যেখানে জয়গাঁ দুই ও এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে নর্দমা ও সড়ক তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পাশাপাশি, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা জয়গাঁ মার্কেট কমপ্লেক্সকে পুনরায় চালুরও সিদ্ধান্ত এদিনের বোর্ড কমিটির বৈঠকে নেওয়া হয়। এ বিষয়ে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, ২১ জন ব্যবসায়ীকে সেই কমপ্লেক্সে দোকান দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়ে শীঘ্র একটি বৈঠক হবে এবং কমপ্লেক্সটিকে সচল করার চেষ্টা করব আমরা।

বেআইনি ক্লিনিকে হানা স্বাস্থ্য দফতরের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বৈধ কাগজ ছাড়ায় শিলিগুড়ির একাধিক জায়গায় ত্বকের চিকিৎসা, দন্ত চিকিৎসালয়ও। খোঁজ মিলতেই ব্যবস্থা নিল স্বাস্থ্যদফতর। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির এই সমস্ত ক্লিনিকগুলিতে হানা দেন স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা। বেআইনি ক্লিনিকগুলিকে নোটিশ ধরানো হয়। পাশাপাশি তাদের সতর্ক করা হয়, আগামী ১ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ তৈরি না করলে বন্ধ করে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি শহরে কমবেশি এমন প্রচুর অবৈধ ক্লিনিক রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। অবশেষে দার্জিলিং জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে অভিযান শুরু করল জেলা স্বাস্থ্যদফতর। আগামী দিনেও এধরনের অভিযান চলবে।

হস্তক্ষেপ করলই না

(প্রথম পাতার পর) রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর শহরে আগমনেও ট্রাফিক জ্যাম হয়, তখন পুলিশ তা সামলায়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা হলেও একই অবস্থা হয়। তাহলে শুধু এই কর্মসূচি নিয়ে এত আপত্তি কেন?'

আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, তাঁরা কর্মসূচি বন্ধ করতে বলেননি, শুধু যানজট এড়ানোর আর্জি জানিয়েছেন। তবে বিচারপতি মন্তব্য, মানুষ কতদিন সহ্য করবে? কাজের দিনে এমন কর্মসূচি হলে পুলিশের পরিকল্পনা কী, তা জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'শেষ মুহূর্তে আমরা অনুষ্ঠানস্থল বদলাতে বলব না। তবে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠান কোথায় করা যায়, তা নির্ধারণে পুলিশকে নির্দেশ নিয়ে আসতে হবে।' বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আরও বলেন, 'বিকল্প হিসেবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, সল্টলেক স্টেডিয়াম বা শহিদ মিনারের কথা ভাবা যেতে পারে।' মামলার পরবর্তী শুনানি আজ শুক্রবার দুপুর আড়াইটায়। এদিন এ বছরের ২১ জুলাইয়ের সভার জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে জম্মু-কাশ্মীর থেকে গ্রেফতার করা হল ভারতীয় এক সেনা জওয়ানকে। বারমুল্লা জেলার উড়ি থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পাঞ্জাব পুলিশের স্টেট স্পেশাল অপারেশন সেল। ধৃত জওয়ানের নাম দেবেন্দ্র সিং। বাড়ি পাঞ্জাবের সঙ্গরুর নিহালগড় গ্রামে

ভয়াবহ জঙ্গলরাজ গেরুয়া বিহারে

হাসপাতালের আইসিইউতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, অবাধ গুলিবৃষ্টিতে ঝাঁঝরা রোগী

প্রতিবেদন: বিজেপি-নীতীশের বিহারে চলছে এমনই ভয়াবহ জঙ্গলরাজ। পাটনার হাসপাতালের আইসিইউতে ঢুকে রোগীকে গুলি করে মারল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। নিখুঁত পরিকল্পনায়। এক নজরে দেখলে মনে হবে এ যেন নিখুঁত কোনও চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট। তবে সিনেমার দৃশ্য আদতে নয়, বাস্তবেই হাসপাতালে ঢুকে আইসিইউ-তে শুয়ে থাকা রোগীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে গেল গ্যাংস অব পটনা। বিহারে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে।

পটনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন চন্দন মিশ্র নামে এক ব্যক্তি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে অজস্র অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ। অপহরণ, তোলাবাজি-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। বক্সারের কেশরী নামে এক রং ব্যবসায়ীকে খুনের মামলা চলছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলায় জেলবন্দি ছিলেন তিনি। কিছুদিন আগেই মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে প্যারোলে মুক্তি পান। তারপরেই অসুস্থ হয়ে ভর্তি হন পটনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় আচমকাই সিনেমার কায়দায় ৫ সশস্ত্র দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে হাসপাতালের করিডরে। কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা আইসিইউতে ঢোকে তারা। এবং তারপরেই এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ। ঝাঁঝরা করে দেয় চন্দনকে। এরপরে বিনা বাধায় চম্পট দেয় আততায়ীরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, প্রতিপক্ষ কোনও গ্যাং এই হামলা চালিয়েছে। তবে এভাবে দুষ্কৃতীরা হাসপাতালে ঢুকে পড়ল, কিন্তু কোনও নিরাপত্তারক্ষী তাদের আটকাল না কেন এই নিয়ে থেকেই যাচ্ছে প্রশ্ন। এদিনের ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা জড়িত ছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এমনিতেই গত কয়েকদিন ধরেই অপরাধের নিরিখে সংবাদ শিরোনামে রয়েছে নীতীশের বিহার। এই ঘটনায় আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল যে বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বিহারে পরপর একাধিক খুনের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। বিজেপি নেতা থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী, ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এরপর এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনার পর বিরোধী দল, আরজেডির নেতা তেজস্বী যাদব ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লেখেন, হাসপাতালের আইসিইউ-র ভিতরে ঢুকে খুন করা হচ্ছে! বিহারে কি কেউ কোথাও আদৌ সুরক্ষিত?

খুঁজে বের করুন শিশুকে, দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে সুপ্রিম কোর্ট

সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ রুশ মহিলা
লুক আউট নোটিশ জারির নির্দেশ

প্রতিবেদন: সাড়ে চার বছরের সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ রুশ মহিলার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, সময় নষ্ট না করে বাঙালি বাবা আর রুশ মায়ের নিখোঁজ শিশুকে অবিলম্বে খুঁজে বার করে তার বাবার হাতে তুলে দিন। বৃহস্পতিবার একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রককে নির্দেশ, শিশুটির মা রুশ নাগরিক ভিক্টোরিয়া ঝিগালিনার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করতে হবে। কোনও ভাবেই তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে দেওয়া যাবে না। নজরদারি বাড়াতে হবে বিমানবন্দরগুলোতে। বাজেয়াপ্ত করতে হবে রুশ মহিলার পাসপোর্ট। এ-ব্যাপারে রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রককে। সন্দেহভাজন রুশ কূটনীতিকের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর অনুমতি চাইতে বলা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে আবার এই মামলার শুনানি হবে।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু। নাতিকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন

সৈকতের বাবা প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিক সমীর বসুও। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ওঠে।

সৈকত বসুর অভিযোগ, স্ত্রী ভিক্টোরিয়া জিগালিনা রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা এফএসবি-র প্রাক্তন অফিসারের মেয়ে। বিয়ের পর ভারতেই ছদ্মবেশে বসবাস করছিলেন তিনি। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের গোপন খবর দেওয়ার জন্য স্বামী এবং শ্বশুরের উপরে বারবার চাপ দিতেন ভিক্টোরিয়া। কিন্তু রাজি হননি তাঁরা। এখন সন্তানকে নিয়ে নিখোঁজ সেই ভিক্টোরিয়া। অভিযোগ, পাড়ি দিয়েছেন রাশিয়ায়। সৈকতের আইনজীবী জানিয়েছেন, মহিলাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ৪ জুলাই। দিল্লির রাশিয়ান দূতাবাসে পিছনের দরজা দিয়ে সেদিন প্রবেশ করেছিলেন ওই রুশ মহিলা। সন্তানকে নিয়ে আত্মগোপন করার ঘটনায় রুশ দূতাবাসের এক কূটনীতিকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে রুশ মহিলার আইনজীবী এদিন আদালতে মহিলা এবং তাঁর সন্তান কোথায়, তা নিয়ে দিতে পারেননি কোনও স্পষ্ট উত্তর।

লক্ষণীয়, পেশাগত কারণে চিনে দীর্ঘদিন ছিলেন সৈকত বসু। সেখানেই আলাপ ও প্রেম ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে। পরে বিয়ে। দেশে ফিরে আসার পর বসু পরিবার জানতে পারে, ভিক্টোরিয়ার বাবার সঙ্গে রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার সংযোগ ছিল। ধীরে ধীরে সন্দেহ দানা বাঁধে, ভিক্টোরিয়াও সেই সংস্থার সঙ্গে জড়িত।

সৈকতের দাবি, বিয়ের পর থেকেই ফোর্ট উইলিয়ামে যাওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দিতেন স্ত্রী। কিন্তু সৈকতের বাবা, প্রাক্তন নৌসেনা অফিসার সমীর বসু সেই প্রস্তাব মেনে নিতে চাননি। এরপর থেকেই সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। সন্তানকে নিজের হেফাজতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান ভিক্টোরিয়া। কিন্তু মামলার রায়ের আগেই তিনি সন্তানকে নিয়ে উধাও হয়ে যান।

ওড়িশায় ফের ছাত্রীকে যৌনহেনস্থা

প্রতিবেদন: বালেশ্বরে ছাত্রী-নির্যাতন ও আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও অগ্নিগর্ভ বিজেপি-শাসিত ওড়িশা। এরই মধ্যে আবার এক কলেজছাত্রীকে যৌনহেনস্থা করল এক অধ্যাপক। এবারের ঘটনা, সম্বলপুরের গঙ্গাধর মেহের বিশ্ববিদ্যালয়। অভিযুক্ত অধ্যাপক ওই ছাত্রীকে নিজের সরকারি কোয়ার্টার্সে নিয়ে গিয়ে যৌননির্যাতন চালায়। জনরোষের চাপে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ ওই অধ্যাপককে।

গুরগাঁওতে নির্যাতন বাঙালি শ্রমিকদের

প্রতিবেদন: বাংলা বলার অপরাধে হেনস্থা অব্যহত বিজেপি রাজ্যগুলিতে। এবার হরিয়ানার গুরগাঁওতে। ২৮ নম্বর সেক্টরে কোচবিহারের শীতলকুচির বহু পরিবার, মালদহ, মুর্শিদাবাদের অজস্র নির্মাণ শ্রমিকের বসবাস। তাঁদের ওপর রীতিমতো মানসিক নির্যাতন শুরু করেছে পুলিশ। চলছে হেনস্থাও। কারণে-অকারণে ধরে নিয়ে গিয়ে করা হচ্ছে লাগাতার জেরা। বাদ যাচ্ছেন না মহিলারও। যাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে, আবাসনে রাঁধুনির কাজ করেন।

বালেশ্বরের ছাত্রীর মৃত্যু, বিরোধীদের ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ পালিত ওড়িশায়

প্রতিবেদন: বালেশ্বরের ফকিরমোহন কলেজের ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ পালিত হল ওড়িশায়। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে এদিন বনধের ডাক দিয়েছিল বিজেডি-কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। ১২ ঘণ্টর এই বন্‌ধে এদিন অচল হয়ে যায় গোটা ওড়িশা। বন্ধ ছিল দোকানপাট, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যানবাহনও ছিল না রাস্তায়। সবকিছু শুনশান। লক্ষণীয়, বুধবারই ছাত্রীমৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে ভুবনেশ্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় নবীন পট্টনায়কের বিজেডি। সচিবালয় এবং বিধানসভার সামনের রাস্তা রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে। ব্যবহার করা হয় জলকামানও। বুধবার বিজেডির ডাকে বালেশ্বরেও পালিত হয় ৮ ঘন্টার সর্বাত্মক বন্‌ধ।

আজব যুক্তি নীতীশের পুলিশের
গরমে চাষবাস নেই তাই খুন-খারাবি!

প্রতিবেদন: বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতিতে দিশাহারা বিজেপি-নীতীশের পুলিস। নিজেদের অপদার্থতা চাপা দিতে এবার আজব অজুহাত খাড়া করছে তারা। কয়েকদিনের ব্যবধানে একাধিক খুনের ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় বিহার। এই অবস্থায় বিহার পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিকের মন্তব্যে ফের রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠল। শুরু হল হাসাহাসিও। সাংবাদিকদের সামনে তাঁর সাফাই, এপ্রিল থেকে জুন, এই তিন মাসে খুনের ঘটনা বেশি ঘটার কারণ এই সময়ে কৃষকদের চাষের কাজ খুব বেশি থাকে না। বৃষ্টি নামলে পরিস্থিতি পাল্টে যায় আর সেই সময়ে কৃষকসমাজ চাষের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতএব স্বাভাবিকভাবেই অপরাধ অনেকাংশে কমে যায়। বিহার পুলিশের এডিজি (হেডকোয়ার্টার্স) কুন্দন কৃষ্ণনের মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিকাজের অভাবকে খুনের কারণ হিসেবে তুলে ধরাকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বলে ঢেউ উঠেছে তীব্র সমালোচনা। অভিযোগ, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কৃষকদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে বিজেপি-নীতীশ প্রশাসন। যদিও এখানেই নিজের বক্তব্যে ইতি টানেননি কুন্দন কৃষ্ণন। তিনি মেনে নেন, বিহারজুড়ে খুন তো হয়েই চলেছে। তাঁর কথায়, মিডিয়াতে বারবার একটার পর একটা শুধু খুনের খবর দেখানো হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবেই। নির্বাচন এগিয়ে আসছে বলেই রাজনৈতিক দলগুলি অপরাধেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এটা ঘটনা, বিহারে একের পর এক খুনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে নীতীশের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা। কিছুদিন আগেই পাটনায় নিজের বাড়ির সামনে খুন হন ব্যবসায়ী গোপাল খেমকা। অন্যদিকে, বিজেপির প্রাক্তন কিসান মোর্চা সভাপতি সুরেন্দ্র কেওয়াতকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার আইসিইউ-তে ঢুকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পর পর এতগুলো ঘটনায় নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষও। তার মধ্যেই পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকের এহেন মন্তব্যে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গিয়েছে দেশবাসী।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা নাসিকে, হত ৭

প্রতিবেদন: ভয়াবহ দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রের নাসিকে। বৃহস্পতিবার সকালে বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৭ জন। মৃতদের মধ্যে তিন মহিলা এবং এক শিশুও রয়েছে। গুরুতর জখম বাইক আরোহীরা। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে নাসিকের ইগাতপুরি এলাকার কাছে।

এই দুর্ঘটনার জেরে আরও একবার মহারাষ্ট্রের সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি চোখে পড়ল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় স্ট্রিট লাইট নেই, পাশাপাশি গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা নজরদারির ব্যবস্থাও নেই। প্রায়ই রাতের বেলায় গাড়ি চালকেরা এই রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালান। এর ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে।

দেশ বিদেশ

18 July, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বৃহস্পতিবার সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষিত হল অমরনাথ যাত্রা। ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নামার আশঙ্কার পাশাপাশি পাহাড় থেকে ছিটকে আসা পাথরের আঘাতে এক পুণ্যার্থীর মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে যাত্রা স্থগিত

জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে ত্রুটি?

বোয়িং নিয়ন্ত্রক সংস্থার পূর্ব-সতর্কতা ঘিরে প্রশ্ন

প্রতিবেদন: বোয়িং নিয়ন্ত্রক সংস্থার পূর্ব-সতর্কতা ঘিরে এবার সন্দেহের মেঘ ঘনাচ্ছে। আমেদাবাদ থেকে উড়ানের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার ভেঙে পড়ে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ঘটনার মাত্র চার সপ্তাহ আগে যুক্তরাজ্যের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএ) বেশ কয়েকটি বোয়িং বিমানের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল এবং প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল। গত ১৫ মে যুক্তরাজ্যের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি নিরাপত্তা বিজ্ঞপ্তি জারি করে বোয়িংয়ের ৭৮৭ ড্রিমলাইনার-সহ পাঁচটি মডেলের অপারেটরদের একটি ইউএস ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বিমানের উড়ানযোগ্যতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা (এডি) পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দেয়। বিষয়টি সামনে আসার পর আমেদাবাদের ড্রিমলাইনার বিপর্যয় নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে।

বিমান চলাচল সংক্রান্ত এই এডি হল একটি পণ্যর সম্ভাব্য ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সংশোধনের জন্য আইনত বলবৎযোগ্য একটি নির্দেশিকা। এক্ষেত্রে এফএএ নির্দেশিকায় ফুয়েল শাটঅফ ভালভ অ্যাকচুয়েটরগুলিকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা উদ্বেগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সিএএ-এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এফএএ নিম্নলিখিত বোয়িং বিমানে (বি ৭৩৭, বি ৭৫৭, বি ৭৬৭, বি ৭৭৭, বি ৭৮৭) ইনস্টল করা ফুয়েল শাটঅফ ভালভগুলিকে প্রভাবিত করে এমন একটি সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিমানের উড়ানযোগ্যতা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে। ফুয়েল শাট-অফ ভালভ একটি নিরাপত্তা যন্ত্র যা ইঞ্জিনে জ্বালানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এটি সাধারণত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ইঞ্জিনে আগুন লাগলে বা জরুরি অবতরণের সময় ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা জ্বালানি যাওয়ার পথে কোনও ছিদ্র রোধ করতে এবং বিমানের নিরাপদ ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিমান সংস্থা অপারেটরদের বোয়িং ৭৮৭ সহ অন্যান্য বিমানে ফুয়েল কাট অফ ভালভ অ্যাকচুয়েটরগুলি পরীক্ষা, পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপন করার

নির্দেশ দিয়েছিল। এছাড়াও নিরাপত্তা বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে এডি দ্বারা প্রভাবিত বিমানে ফুয়েল কাট অফ ভালভগুলি যেন প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হয়। ভারতের এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশের পর বিষয়টি সামনে আসে, ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ, যা প্রতিটি ইঞ্জিনে জ্বালানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে কাট অফ মোডে চলে গিয়েছিল, যার ফলে দুটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে যায়। রিপোর্ট অনুযায়ী, এয়ার ইন্ডিয়া বোয়িংয়ের স্ট্যান্ডার্ড রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচি অনুযায়ী, ২০১৯ এবং ২০২৩ সালে বিধ্বস্ত ড্রিমলাইনারের থ্রটল কন্ট্রোল মডিউল, যেখানে ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচগুলি থাকে, তা প্রতিস্থাপন করেছিল। তবে এএআইবি-এর প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা গেছে যে এয়ার ইন্ডিয়া ফুয়েল কাট অফ সুইচগুলির লকিং মেকানিজম পরিদর্শন করেনি, যা ২০১৮ সালের এফএএ পরামর্শেই প্রস্তাব আকারে দেওয়া হয়েছিল। আমেদাবাদ বিপর্যয়ের পর এখন বিমান সংস্থার দাবি, যেহেতু ওই পরামর্শটি বাধ্যতামূলক ছিল না, তাই তারা পরিদর্শন করেনি। এদিকে, এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন সংস্থার অভ্যন্তরীণ বার্তায় বলেছেন যে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট কোনও কারণ চিহ্নিত করেনি বা কোনও সুপারিশ করেনি। ফলে এই মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য কে দায়ী তা নিয়ে অপ্রয়োজনীয় অনুমান করা থেকে সকলে বিরত থাকুক।

দুর্ঘটনা অবধারিত জেনেও কীভাবে শান্ত পাইলট?
রহস্যের আঁচ তদন্তকারীদের

প্রতিবেদন: গুজরাটের আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার একমাস পাঁচদিন পর ককপিটের দুই পাইলটের কথোপকথন ঘিরে রহস্যের জট কাটছে না। এএআইবি যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে তার থেকে জানা গেছে, এক পাইলট অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করছেন, কেন তুমি জ্বালানির সুইচটা বন্ধ করে দিলে? অন্যজন তার উত্তরে বলছেন, আমি কিছুই বন্ধ করিনি। এই কথোপকথনে অবশ্য কোনও পাইলটের নামের উল্লেখ নেই। কে কোন কথাটি বলছেন, চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, মারাত্মক বিপর্যয় আর কোনওভাবেই ঠেকানো যাবে না জেনেও কীভাবে শান্ত ছিলেন পাইলট? এটি কি আদৌ সম্ভব? নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনও কারণ আছে যা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে? ভারতের তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্ট পড়ে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন তদন্তকারীরা।

প্রকৃতপক্ষে ককপিটের ভিতর ৩২ সেকেন্ডেই সব রহস্য কেন্দ্রীভূত। প্রশ্ন ১, জ্বালানির সুইচ আচমকা বন্ধ করলেন কে? প্রশ্ন ২, অভিজ্ঞ পাইলট কীভাবে অত শান্ত হয়ে বসে ছিলেন? প্রশ্ন ৩, তাহলে কি সবটা তিনি আগে থেকে আঁচ করতে পেরেছিলেন? ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো সরাসরি কিছু না বললেও মার্কিন আধিকারিকদের মতে, এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে পাইলটদের ত্রুটির সম্ভাবনাই জোরালো হচ্ছে। এআই ১৭১ বিমানটিতে প্রধান ক্যাপ্টেন হিসাবে ছিলেন ৫৬ বছর বয়সী অভিজ্ঞ পাইলট সুমিত সবরওয়াল। ১৫,৬৩৮ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সঙ্গে ফার্স্ট অফিসার হিসাবে ছিলেন কো-পাইলট ক্লাইভ কুন্দর। জ্বালানির সুইচ বন্ধ করা নিয়ে কে প্রশ্ন করেছিলেন তা পরিষ্কার নয় ককপিটের কথোপকথনে। যেহেতু দুজনের কেউ বেঁচে নেই তাই সবটাই

সুমিত সবরওয়াল

ক্লাইভ কুন্দর

অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জ্বালানির সুইচ অফ হয়ে গেছে জানার পরও কীভাবে শান্ত ছিলেন সসংশ্লিষ্ট পাইলট?

দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত যে তথ্যপ্রমাণ মার্কিন আধিকারিকেরা খতিয়ে দেখেছেন তার ভিত্তিতে নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'ফার্স্ট অফিসার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিমানটি চালাচ্ছিলেন। রানওয়ে ছাড়ার পরেই তিনি অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করেন, কেন তুমি জ্বালানির সুইচ বন্ধ করে দিলে? ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক অবশ্য মার্কিন তত্ত্বকে 'একতরফা' বলে দাবি করেছে। বিমান বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই একটা বিষয়ে একমত, জ্বালানির সুইচ নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। আর এই সুইচ সাধারণত পাইলটরাই ব্যবহার করে থাকেন। বিমান চালু হয়ে গেলে জরুরি অবস্থা ছাড়া এই সুইচে হাত যাওয়ার কথা নয়। অন্তত সুস্থ অবস্থায় কোনও পাইলটই এই কাজ করবেন না বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। তাহলে? এই রিপোর্ট আসার পর অনেকে আবার ক্যাপ্টেন সুমিতের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর বিষন্নতা আর অবসাদের জেরে কি তিনি মারাত্মক কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন?পাইলটদের আত্মঘাতী পদক্ষেপ নতুন নয়। যদিও অতি দক্ষ পাইলট সুমিতের শান্ত মিতভাষী স্বভাবের কারণে এই তত্ত্ব আপাতত ধোপে টিকছে না। এখন অপেক্ষা চূড়ান্ত রিপোর্টের।

হাতের সামনে যা আছে তাই নিয়ে রাস্তায় নামুন : হাসিনা

প্রতিবেদন: ভেঙে পড়ছে আইনশৃঙ্খলা। ফের সংঘর্ষে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুরের ঘটনায় কার্ফু গোপালগঞ্জে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে চরম উত্তেজনা

ও আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার জেলা গোপালগঞ্জে মুজিবপন্থীদের উপর সরকারি মদতে

হামলা হয়েছে। এই ঘটনায় অন্তত ৫ জন নিহত। এই পরিস্থিতিতে বার্তা দিলেন শেখ হাসিনা। হাতে যা আছে তাই নিয়ে আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

বুধবার গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র সমাবেশ ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। গুলি ও গ্রেনেড হামলায় কমপক্ষে ৫ জন নিহত হন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, টুঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা সুমন বিশ্বাস গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও আরও আট জন গুলিবিদ্ধ। এনসিপির অভিযোগ, আওয়ামি লিগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলিগের সশস্ত্র কর্মী-সমর্থকেরাই হামলা চালায়। পাল্টা পুলিশের বিরুদ্ধে আওয়ামী লিগের সমর্থকদের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গোপালগঞ্জের ঘটনাকে 'গণহত্যা' বলে আখ্যা দিয়েছে আওয়ামি লিগ। সংবাদমাধ্যমের ফোন-ইনে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দিয়েছেন মুজিবকন্যা। হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন হাসিনা। ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যেন হায়নার কবলে পড়েছে। জামাত-বিএনপিকে ব্যবহার করে ইউনুস এই বীভৎস হত্যালীলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন হাসিনা। এদিকে এই ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্তকমিটি গড়েছেন ইউনুস।

সত্যজিতের পৈতৃক ভিটে: অস্বীকার বাংলাদেশের

প্রতিবেদন: বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় সত্যজিৎ রায়ের পারিবারিক বাড়ি ভেঙে ফেলার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রকে কথা বলার আর্জি জানান তিনি। তারপরই কেন্দ্রের বিদেশ মন্ত্রক ঘটনার নিন্দা করে ওই বাড়ি

সংরক্ষণ ও সংস্কারের প্রস্তাব দেয় ঢাকাকে। বাড়ি ভাঙা নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন বাংলাদেশ সরকারের তরফে বৃহস্পতিবার দাবি করা হল, যে বাড়িটি ভাঙা হয়েছে, সেখানে সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষদের ভিটে ছিল না। এদিন দুপুরে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এ নিয়ে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, ওই বাড়িটি বর্তমানে সরকারের মালিকানাধীন। বাড়িটির ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বাড়িটি যদি সত্যজিতের পৈতৃক ভিটে নাই হবে তাহলে তা ভাঙার খবর কীভাবে বাংলাদেশের সব মিডিয়ায় প্রকাশিত হল? নাকি চাপে পড়ে এখন মুখ বাঁচাতে উল্টো ব্যাখ্যা দিতে নেমেছে ইউনুস প্রশাসন?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলার ষোলো শতকের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারানি ‘রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী’র রাজকাহিনি পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র। ছবিতে ‘ভবশঙ্করী’র ভূমিকায় অভিনয় করছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

সিনেস্কোপ

মা

ভয়ের জাঁকজমক নিয়ে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক বিশাল ফুরিয়ার মাইথোলজিক্যাল হরর ছবি ‘মা’। অজয় দেবগণের শয়তান বিশ্বের দ্বিতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘মা’-এর মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন কাজল। পিতৃশক্তির পর এবার মাতৃশক্তির জয়জয়কার। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

লড়াকু বাবার চেয়ে লড়াকু মা সবসময়ই একধাপ এগিয়ে থাকে। মায়েরা আগেই সমাজের এবং মানুষের সিমপ্যাথি কুড়িয়ে নেয়। যে কোনও পরিস্থিতিতে সন্তানের সুরক্ষায় সে মরিয়া হয়। যে কোনও ভয়কে জয় করে কখনও কালী, কখন দুর্গা হয়ে ওঠে। দশভুজার আশীর্বাদপুষ্ট এই দেশ মাতৃশক্তির ছত্রছায়ায় লালিত। এখানে মায়েরাই সন্তানের জন্য শেষকথা বলেন। পরিচালক বিশাল ফুরিয়ার ছবি ‘মা’ দেখলে সেটাই মনে হবে। অতিপ্রাকৃত, অশুভ,অশরীরী, দৈত্য-দানব, ভূত পেত্নি, রাক্ষসের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অকুতোভয় মা। মাঝে অসহায় সন্তান। এমন দড়ি-টানাটানির খেলায় কে জিতবে, কে হারবে কে বলতে পারে। ‘মা’-এর প্লট অনেকটাই এরকম। ভয়ঙ্কর রাক্ষসের খপ্পরে চন্দরপুর গ্রামের কিশোরীকুল। প্রথম ঋতুমতী কুমারী মেয়েরা হঠাৎ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সেখানে। কোথায় যায় তারা? এই গ্রামের একটা পুরনো ইতিহাস আছে। কানাঘুষোয় অনেক কথা আছে। আছে ভয়।

হরর ঘরানার ছবি এখন বলিউডের টিআরপি। ভূতের ছবির দর্শকপ্রিয়তা আজকের নয়। মহেশ ভাট আর মুকেশ ভাট জুটির ফিল্ম ‘রাজ’ বলিউডি হরর ছবিতে নতুন এক ফর্মুলা নিয়ে এসেছিল দর্শকদের সামনে। ‘রাজ’ সুপারহিট ছবি হয়েছিল সেই সময়ে। এরপর থেকেই দর্শকদের ভৌতিক ছবি দেখার আগ্রহ যেমন বেড়েছে তেমনই বেড়েছে পরিচালক, প্রযোজকদের ভূতুড়ে ছবি তৈরির উৎসাহ। কারণ ভূতেরা বলিউডকে দিয়েছে ভাল ব্যবসা। বিপাশা বসুর ‘রাজ’ থেকে শুরু করে বিদ্যা বালানের ‘ভুলভুলাইয়া’, ‘স্ত্রী’ , ‘ভুলভুলাইয়া ২’ , ‘স্ত্রী ২’, ‘শয়তান’ প্রত্যেকটা অতিপ্রাকৃত ছবিই বহু চর্চিত এবং প্রশংসিত। ভূতের ছবি খুব এনজয় করে আট থেকে আশি। বলিউডের যে হরর ফিল্মটি বক্স অফিসে সবচেয়ে ভাল ফল করেছিল তা হল ‘ভুলভুলাইয়া ২’। প্রায় ২৬৭ কোটি টাকা ঘরে তুলেছিল এই ছবি। অন্যদিকে অজয় দেবগণের ‘শয়তান’ আয় করেছিল ২১১ কোটি।

‘ভুলাইভুলাইয়া ২’ বা ‘স্ত্রী’ হরর কমেডি হলেও ‘শয়তান’ কিন্তু তা ছিল না। ‘রাজ’-এর পর অজয় দেবগণের ‘শয়তান’-এ আবার এক নতুন ধারার দেখা মিলল। ‘শয়তান’ দেখার পর অনেকদিন রেশ রয়ে গেছে দর্শকদের মনে। সেই রেশ কাটতে না কাটতে হাজির ‘শয়তান’ বিশ্বের দ্বিতীয় ছবি ‘মা’। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছেন কাজল। কাজলের প্রথম ভৌতিক ছবি এটা। মুক্তির পর থেকেই ছক্কা হাঁকাচ্ছে ‘মা’। তিন সপ্তাহেই ছবির আয় পেরিয়েছে ৩৫ কোটির ঘর।

অতিপ্রাকৃত, ভূত-পিশাচের সঙ্গে পুরাণের কাল্পনিক কাহিনি এবং থ্রিলের মিশেলে ছবিটি বানিয়েছেন পরিচালক বিশাল ফুরিয়া। ‘শয়তান’ ছিল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এক বাবার লড়াইয়ের গল্প আর ‘মা’ এক মায়ের।

গল্পটা অম্বিকার। প্রেক্ষাপট বাংলার এক গ্রাম চন্দরপুর। যেখানে অম্বিকার শ্বশুরবাড়ি। অম্বিকার স্বামী শুভঙ্কর সেই গ্রামেরই জমিদারের ছেলে। তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। চন্দরপুরে তার পারিবারিক হাভেলির বেচাকেনা সংক্রান্ত বিষয় গ্রামের বাড়িতে আসে শুভঙ্কর। সেখানে ঘটনাচক্রে শুভঙ্করের সঙ্গে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় ফলে সেই ডিলটা সম্পূর্ণ করতে স্ত্রী অম্বিকা তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসে। তারা সেখানে আসার পর থেকেই নানারকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে শুরু করে গ্রামে। অম্বিকা জানতে পারে এই গ্রামের মেয়েরা নাকি হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যায়? কিন্তু কেন নিখোঁজ হয় কেউ জানে না। এর পিছনে কি কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে? তাদের খোঁজ কি মেলে? সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের, অতিপ্রাকৃতের বিরুদ্ধে শুরু হয় অম্বিকার লড়াই। এই ছবিতে গল্পের মধ্যেও আরও একটা গল্প রয়েছে। সেটা কী? সবটাই বেশ রহস্যজনক। ছবিটা দেখতে বসলে তবেই দুয়ে-দুয়ে চার করা যাবে।

এই ছবির বেশিরভাগ কৃতিত্বই অম্বিকা অর্থাৎ কাজলের। তিনি তাঁর চরিত্রটিকে যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। অন্য চরিত্ররা তাঁকে ঘিরেই আশপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা গোটা ছবি জুড়ে নারীশক্তির জয়জয়কার। যুগের ভাবনা-চিন্তার সদর্থক পরিবর্তন এইভাবেই ধরা পড়ে সেলুলয়েডে। পুরুষতন্ত্রের দাপট নতিস্বীকার করেছে নারীতন্ত্রের কাছে। কাজল ছাড়া এই ছবিতে রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, রণিত রায়, রূপকথা চক্রবর্তী, খেরিন শর্মা, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, যতীন গুলাটি, সূর্যশিখা দাস প্রমুখ। প্রত্যেকেই নিজের চরিত্রে যথাযথ। এই ছবির আসল কেরামতি এর ভিজ্যুয়াল এফেক্ট, ভিএফএক্সের খেলায়। যা খুব উপভোগ্য। ছবির শেষে কলাকুশলীদের নামের পাশে তাঁদের মায়েদের নাম দেখানো হয়েছে এটা খুব অভিনব মন ছুঁয়ে যায়। ‘মা’-এর কাহিনি এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন সাইওয়ান কোয়াদ্রাস, সংলাপ অজিত, জগতাপ, আমিল কিয়ান খান, চৈতন্য, মোহন। সিনেমাটোগ্রাফির কথা বলতেই হয়। পুষ্কর সিংয়ের ক্যামেরার কাজ অসাধারণ। ছবির সুরকার রকি খান্না, শিব মালহোত্রা, হর্ষ উপাধ্যায় প্রমুখ।

২৯ বছরেই অবসর! পুরান-কাণ্ডে ক্যারিবিয়ান বোর্ডকেই দুষলেন ব্রায়ান লারা

প্রজ্ঞায় ফের মাত কার্লসেন

লাস ভেগাস, ১৭ জুলাই : মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে আরও একবার ম্যাগনাস কার্লসেনকে টেক্কা দিলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। লা ভেগাসে আয়োজিত ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুরের চতুর্থ রাউন্ডে ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে মাত্র ৩৯ চালেই মাত হয়ে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর তথা পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কার্লসেন!

এই নিয়ে তৃতীয়বার কার্লসেনকে হারালেন ১৯ বছরের প্রজ্ঞা। এর আগে ক্লাসিক্যাল ও র‍্যা পিড দাবায় কার্লসেনকে হারিয়েছিলেন। এবার প্রজ্ঞানন্দ জয় পেলেন ব্লিটজেও। অর্থাৎ দাবার তিনটি ফরম্যাটেই কার্লসেনকে হারালেন ভারতীয় দাবাড়ু! যা বিরাট বড় কৃতিত্ব।

জয়ের পর কার্লসেনের সঙ্গে করমর্দন প্রজ্ঞানন্দের। লাস ভেগাসে।

সবথেকে বড় কথা, ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুরের প্যারিস এবং কার্লসরুহ ইভেন্টে সেরা হয়েছিলেন কার্লসেন। কিন্তু লাস ভেগাস ইভেন্টে প্রজ্ঞানন্দর কাছে হেরে। খেতাবি দৌড় থেকেই ছিটকে গেলেন।

পরিসংখ্যান বলছে, কার্লসনের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রজ্ঞানন্দের সঠিক চালের হার ৯৩.৯ শতাংশ। সেখানে কার্লসেনের সঠিক চাল ৮৪.৯ শতাংশ। দুর্দান্ত এই জয়ের পর প্রজ্ঞা বলেছেন, এই মুহূর্তে ক্লাসিক্যালের থেকেও ফ্রিস্টাইল খেলতে বেশি ভাল লাগছে। এই ফরম্যাটে নতুন ভাবনার সুযোগ থাকে। আরও বেশি ইম্প্রোভাইজ করতে হয়।

এদিকে, এই জয়ের ফলে প্রজ্ঞা আবার নিজের গ্রুপের শীর্ষে থেকে ফাইনাল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছেন আরও এক ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসি। এছাড়াও যে সব দাবাড়ুরা ফাইনাল রাউন্ডে উঠেছেন, তাঁরা হলেন হিকারু নাকামুরা, হান্স নিয়েম্যান, ফাবিয়ানো কারুয়ানা, নোদিরবেক আব্দুলাত্তোরভ, জাভোখির সিন্দারোভ এবং লেভন আরোনিয়ান।

লক্ষ্যের বিদায়, ব্যর্থ সাত্ত্বিকরাও

টোকিও, ১৭ জুলাই : পিভি সিন্ধু গতকালই প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার একই পথের পথিক হলেন লক্ষ্য সেন এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। ফলে জাপান ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় শাটলারদের অভিযানে ইতি পড়ল।

ছেলেদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই জাপানের কোদাই নারাওকারে বিরুদ্ধে। প্রথম গেমে তুল্যমূল্য লড়াই করলেও, দ্বিতীয় গেমে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর আগ্রাসী খেলার সামনে কার্যত উড়ে যান লক্ষ্য। ম্যাচ হারেন ১৯-২১, ১১-২১ সরাসরি গেমে। সিন্ধুর মতো লক্ষ্যও চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই নিয়ে টানা পাঁচটি টুর্নামেন্টে তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডের গণ্ডি টপকাতে ব্যর্থ হলেন। আশা ছিল সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিকে ঘিরে। কিন্তু ছেলেদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে সাত্ত্বিক ও চিরাগ ২২-২৪, ১৪-২১ গেমে হেরে যান টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই লিয়াং উই কেং এবং ওয়াং চেংয়ের বিরুদ্ধে। চিনা জুটির বিরুদ্ধে এই নিয়ে ন'বার খেলে সাতবারই হারতে হল সাত্ত্বিক ও চিরাগকে। প্রাক্তন বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস জুটির র‍্যাঙ্কিং এই মুহূর্তে ১৬।

স্বপ্নের দৌড় থামল মেসির

সিনসিনাটি, ১৭ জুলাই : টানা পাঁচ ম্যাচে জোড়া গোল করে মেজর লিগ সকারে নয়া নজির গড়েছিলেন। লিওনেল মেসির স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে দিল সিনসিনাটি। মেসি ব্যর্থ হতেই মুখ থুবড়ে পড়ল ইন্টার মায়ামিও। ম্যাচটা ০-৩ গোলে হেরেছে তারা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক সিনসিনাটির ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার এভান্দের।

দুরন্ত ছন্দে থাকা মেসি এদিন নিজের সেরা ফর্মের ধারে-কাছেও ছিলেন না। তার প্রভাব পড়েছে দলের খেলায়। পরিসংখ্যান বলছে, গোটা ম্যাচে বিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে মাত্র দু'টি শট নিয়েছে ইন্টার মায়ামি। বিরতির আগেই জেরার্দো ভালেনজুয়েলার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সিনসিনাটি। দ্বিতীয়ার্ধে এভান্দের জোড়া গোল করে মেসিদের পরাজয় নিশ্চিত করে দেন। এর ফলে টানা পাঁচ ম্যাচ (৪টি জয় ও ১টি ড্র) অপরাজিত থাকার পর, হারের স্বাদ পেল ইন্টার মায়ামি। ২০ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পাঁচ নম্বরে আটকে রইলেন মেসিরা।

এদিকে, ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসিকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি রোনাল্ডো। তিনি বলেছেন, আমরা যারা মেসির খেলা দেখতে ভালবাসি, তাদের কাছে ওকে আরও একটা বিশ্বকাপে দেখা দারুণ ব্যাপার হবে। মেসি নিজেও দারুণ ফর্মে। আশা করি, বিশ্বকাপেও ওকে চেনা মেজাজে দেখতে পারব। ব্রাজিলীয় তারকা আরও বলেন, ক্লাব বিশ্বকাপে মেসির খেলা দেখে মনে হয়েছে ওর পায়ে সেই আগের জাদু বজায় রয়েছে। যখনই বল ধরেছে, বিপক্ষ রক্ষণে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। ওর গেম রিডিং অসাধারণ। সতীর্থদের নিজের উপস্থিতি দিয়ে বাড়তি উদ্দীপ্ত করে।

হারের পর হতাশ মেসি।

ইয়ামালের লম্বা চুক্তি

বার্সেলোনা, ১৭ জুলাই : বার্সেলোনার নতুন চুক্তিতে সই করে দিলেন লামিনে ইয়ামাল। চুক্তির মেয়াদ ২০৩১ সাল পর্যন্ত। এর জন্য বছরে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০০ কোটি টাকা করে পাবেন স্প্যানিশ তারকা। ইয়ামালের রিলিজ ক্লজ রাখা হয়েছে ৯৯৭২ কোটি টাকা! অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোনও ক্লাব তাঁকে কিনতে চাইলে, তাদের এই অর্থ বার্সেলোনাকে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, বার্সার ১০ নম্বর জার্সি গায়ে চাপাবেন স্প্যানিশ তরুণ। বার্সেলোনার হয়ে খেলার সময় অতীতে ১০ নম্বর জার্সি পরেছেন দিয়েগো মারাদোনা, রোনাল্ডিনহো, লিওনেল মেসির মতো কিংবদন্তিরা। চুক্তির পর নেইমারের হাতে ১০ নম্বর জার্সি তুলে দেন বার্সা সভাপতি জুয়ান লাপোর্তা।

রাসেল-বিদায়

জামাইকা, ১৭ জুলাই : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন আন্দ্রে রাসেল। ২৭ বছর বয়সী ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলেই অবসর নেবেন। সিরিজ পাঁচ ম্যাচের হলেও, প্রথম দুই ম্যাচ রাসেলের ঘরের মাঠ জামাইকার সাবাইনা পার্কে। ফলে আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে রাসেলের বিকল্প খুঁজতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ২০১২ ও ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রাসেল।

প্রতিশ্রুতি রাখেনি পাকিস্তান সরকার

ক্ষুব্ধ অলিম্পিকজয়ী আর্শাদ

করাচি, ১৭ জুলাই : প্যারিস অলিম্পিকে নীরজ চোপড়াকে টপকে জ্যাভলিনে সোনা জিতেছিলেন। সেই আর্শাদ নাদিম নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুললেন!

অলিম্পিকে সোনা জেতার পর পাকিস্তানে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভেসে গিয়েছিলেন আর্শাদ। সঙ্গে ছিল একগুচ্ছ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও। যার মধ্যে অধিকাংশই তিনি পাননি বলে জানিয়েছেন আর্শাদ। পাক ক্রীড়াবিদের বক্তব্য, ওই সময় অনেক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। যার মধ্যে জমি দেওয়ার ঘোষণাও ছিল। সেগুলো একটাও পাইনি। আমি প্রশাসনের অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই বলেছেন, বিষয়টি দেখবেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। যদি নাই দেবে, তাহলে কেন ঘোষণা করা হল! তবে হ্যাঁ, আর্থিক পুরস্কার যা ঘোষণা হয়েছিল, সেটা পেয়েছি।

তবে পাকিস্তান সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হলেও নিজের লক্ষ্য থেকে সরছেন না আর্শাদ। তিনি বলছেন, আপাতত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের কথা ভাবছি। পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে আরও জ্যাভলিন থ্রোয়ার তুলে আনার চেষ্টা করছি। আমার কোচ নিজে ওই তরুণদের কোচিং করাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, পায়ের পেশিতে চোটের জন্য বেশ কয়েক মাস কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেননি পাক অ্যাথলিট। তবে আশা করছেন, ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা ডায়মন্ড লিগে নামতে পারবেন।

নেইমারের গোলে জয়

সাও পাওলো, ১৭ জুলাই : সদ্যসমাপ্ত ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলো রাউন্ডে উঠেছিল ফ্ল্যামেঙ্গো। সেই দলকে ব্রাজিলিয়ান সিরি এ-তে ১-০ গোলে হারিয়ে চমক দিল স্যান্টোস। সৌজন্যে নেইমার দ্য সিলভা। ম্যাচের ৮৪ মিনিটে তাঁর অনবদ্য গোলে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্যান্টস।

চোটমুক্ত নেইমার যে ধীরে ধীরে চেনা ফর্মে ফিরছেন, তার ইঙ্গিত ছিল গত সপ্তাহে দেসপোর্তিভা ফেরোভিয়ারিয়া বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে। সেদিন নিজে একটি গোল করার পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্টও করেছিলেন। এদিনও ফ্ল্যামেঙ্গোর মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে বেশ ভাল খেলেছেন নেইমার। প্রথম মিনিটেই বিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে শরীরের দোলায় ছিটকে গিয়ে সতীর্থ দাভিদ ওয়াশিংটনকে বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন ওয়াশিংটন। মাঝে খেলা থেকে হারিয়ে গেলেও, শেষ কুড়ি মিনিট দারুণ খেলেছেন নেইমার। খেলা শেষ হওয়ার মিনিট ছয়েক আগে তাঁর জয়সূচক গোলটি তো দুর্দান্ত। ফ্ল্যামেঙ্গো বক্সে বল ধরে চকিত টার্নে বিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে গোল করেন নেইমার। প্রায় পাঁচ মাস পর পুরো ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন। ম্যাচের পর নেইমার বলেন, আমি প্রতিটি ম্যাচেই পুরো ৯০ মিনিট খেলতে চাই। তবে তার জন্য আরও একটু সময় দরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হিমাচল প্রদেশকে ২ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ আন্তঃরাজ্য মাল্টি-ডে টুর্নামেন্ট জিতল বাংলা

মাঠে ময়দানে

18 July, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ জুলাই ২০২৫
শুক্রবার

ডুরান্ডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

পুরস্কারমূল্য বেড়ে ৩ কোটি

ট্রফি উন্মোচনে সেনাকর্তাদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ক্রীড়া সচিব রাজেশ সিনহা। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : গত কয়েক বছরের মতো এবারও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩ জুলাই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দিয়ে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের কিক অফ। বল গড়াবে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়েই। গত ছ'বছরের মতো এবারও রাজ্য সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ডুরান্ড কাপের মতো এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলেছে। এবার কলকাতা-সহ উত্তর পূর্ব ভারতের পাঁচটি শহরের ছ'টি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলের মধ্যে রয়েছে নেপালের ত্রিভুবন আর্মি ও মালয়েশিয়ার সেনা দল। কলকাতায় যুবভারতী ছাড়াও কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হবে ম্যাচ। আয়োজকদের ঘোষণা, এবার টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য প্রায় তিনগুণ বাড়ছে। সম্প্রচার সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন ডুরান্ডের সাফল্য কামনা করেছেন।

বৃহস্পতিবার শহরে সেনাবাহিনীর সদর দফতর ফোর্ট উইলিয়ামে হয়ে গেল ট্রফির উন্মোচন। টুর্নামেন্টের ম্যাচ বল প্রকাশিত হল ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত দিয়েই। ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ ইস্টার্ন কমান্ড (হেড কোয়ার্টার), ডুরান্ড কাপ আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহিত মালহোত্রা, জিওসি বেঙ্গল সাব এরিয়া তথা আয়োজক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল রাজেশ অরুণ মোঘে এবং রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের প্রধান সচিব রাজেশ কুমার সিনহা। বর্তমান সংকটে আইএএসএলের সাতটি দল এবার ডুরান্ডে অংশ না নিলেও টুর্নামেন্টের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী আয়োজক কমিটি।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী বললেন, ডুরান্ডে বাংলার ক্লাবগুলো ভাল করবে বলেই মনে করি। মোহনবাগানও গুরুত্ব দিচ্ছে ডুরান্ডকে। এবার ডায়মন্ড হারবারও খেলছে। আশা করি, উপভোগ্য ম্যাচ হবে। সবার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে এবং স্টেডিয়াম ফুল হাউস থাকবে। টিকিট বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি বলেন, সবাইকে সমান টিকিট দেওয়া হয়। এবারও সেটা করা হবে। টিকিট বণ্টন নিয়ে খবর বিভ্রান্তিমূলক। আমি প্রতিবার অংশগ্রহণকারী বাংলার ক্লাব, ক্রীড়া দফতর, সেনাকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসি। সেখানে টিকিটের সংখ্যা নিয়ে যা সিদ্ধান্ত হয়, সেটাই লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় ক্লাবগুলিকে এবং সেটাই তারা পায়। এবার যেটা ঠিক হয়েছে, ডার্বি ছাড়া যুবভারতীতে কলকাতার ক্লাবগুলির ম্যাচে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবার ৫০০০ সাধারণ টিকিট পাবে। এর বাইরে বক্স এবং প্লাজা-সহ আরও ২০০-র উপর টিকিট পাবে। আইএফএ-ও প্রায় ১৫০০ টিকিট পাবে। ডার্বিতে বেশি টিকিট দেওয়া হবে। কিশোরভারতীতে কোনও ডার্বি হবে না। তাই ওখানে কলকাতার ক্লাবগুলো ২০০০ করে সাধারণ টিকিট পাবে। এছাড়াও বক্স এবং আপার টিয়ারের টিকিট রয়েছে। আইএফএ-ও ৫০০ সাধারণ টিকিটের পাশাপাশি বক্স ও আপার টিয়ারের টিকিট পাবে। এই চুক্তি গতবারেও ছিল। এবারও সেটা থাকছে। সেনাকর্তা তথা আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান মোহিত মালহোত্রা বলেন, এবার পুরস্কারমূল্য ১.২ কোটি থেকে বেড়ে ৩ কোটি হয়েছে। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলির সরাসরি সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টসে।

> **ডুরান্ডে বাংলার ক্লাবগুলো ভাল করবে বলেই মনে করি। মোহনবাগানও গুরুত্ব দিচ্ছে ডুরান্ডকে। এবার ডায়মন্ড হারবারও খেলছে। আশা করি, উপভোগ্য ম্যাচ হবে। সবার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা থাকবে এবং স্টেডিয়াম ফুল হাউস থাকবে।**
>
> **— ক্রীড়ামন্ত্রী**

ডার্বি পিছিয়ে ২৬ জুলাই

প্রতিবেদন : আশঙ্কাই সত্যি হল। পিছিয়ে গেল শনিবারের কলকাতা লিগের ডার্বি। এক সপ্তাহ পিছিয়ে কল্যাণীতেই ডার্বি হবে ২৬ জুলাই নৈশালোকে। দর্শকদের টিকিট সংগ্রহের সুবিধার্থে বড় ম্যাচ সাতদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি আইএফএ-র। অল্প সময়ের মধ্যে পরিকাঠামোগত খামতি দূর করে ১৯ জুলাইয়ের বড় ম্যাচ আয়োজনে সমস্যা ছিল। পুলিশ তাই শনিবার ডার্বি আয়োজনে অনুমতি দেয়নি। কল্যাণীর ছোট স্টেডিয়ামে ফেন্সিং নেই। পর্যাপ্ত পার্কিং নেই। এই সমস্যাগুলো আগামী কয়েকদিনে ঠিক করতে হবে। তবে এদিনের আলোচনার পর ২৬ জুলাই শনিবার ১০ হাজার দর্শক নিয়ে ডার্বি আয়োজনে সবুজ সংকেত দিয়েছে পুলিশ। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, আমরা দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য রেখে ২৬ তারিখ ডার্বি করব। কোনও অফলাইন টিকিট থাকছে না। পুরোটাই অনলাইনে ছাড়া হবে। এক হাজার করে টিকিট দেওয়া হবে দুই প্রধানকে।

নওবার হ্যাটট্রিক, হার মহামেডানের

প্রতিবেদন : একদিকে মাঠের বাইরে ফিফার ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় বিপর্যস্ত দল। নতুন ভারতীয় ফুটবলার সইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চূড়ান্ত করেও হীরা মণ্ডল, ফারদিন আলি মোল্লা, রবি হাঁসদাদের সই করাতে পারছে না ক্লাব। যার প্রভাব পড়ছে কলকাতা লিগের ম্যাচে। প্রথম জয়ের খোঁজে নেমে বৃহস্পতিবার কল্যাণীতে তৃতীয় ম্যাচেও হারল মহামেডান। খিদিরপুরের কাছে মেহরাজউদ্দিনের দল ২-৩ গোলে হেরে গেল। খিদিরপুরের হয়ে হ্যাটট্রিক করে নায়ক মণিপুরি স্ট্রাইকার পনগামবাম নওবা মিতেই। তিন ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে সেই খাদের কিনারায় মহামেডান। কার্ড সমস্যায় অধিনায়ক দীনেশ মিতেইকে এদিন পায়নি মহামেডান। তাঁর না থাকার অভাব বোঝা গেল ম্যাচে। শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মহামেডান। ২৭ মিনিটে সমতায় ফেরে মেহরাজের দল। পেনাল্টি থেকে গোলশোধ করেন সজল বাগ। দ্বিতীয়ার্ধে ফের গোল করে খিদিরপুরকে এগিয়ে দেন নওবা। ৮২ মিনিটে সমতায় ফেরে মহামেডান। গোল করেন আদিসন সিং। চার মিনিট পর সেই নওবাই খিদিরপুরকে জিতিয়ে দেন। গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন।

ডায়মন্ড হারবারের সামনে ইউনাইটেড

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে শুক্রবার সবচেয়ে কঠিন ম্যাচটি খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার বিধাননগর পুরসভার মাঠে ডায়মন্ডের ম্যাচ ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবারই প্রথম প্রিমিয়ারে খেলছে ইউনাইটেড কলকাতা। আর অভিষেকেই চমক দিয়ে ছুটছে ইয়ান ল'র টিম। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপে শীর্ষে ইউনাইটেড কলকাতা। ডায়মন্ড হারবারও জয়ের ছন্দে রয়েছে। প্রথম ম্যাচে ড্র করার পর জয়ের হ্যাটট্রিক করে সুপার সিক্সের দৌড়ে অপরাজিত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট ডায়মন্ড হারবারের। ইউনাইটেডের দৌড় থামাতে মরিয়া সুপ্রতীপ হাজরা, নয়ন টুডুরা।

প্রস্তুতি জবিদের।

কঠিন ম্যাচ জিততে প্রথম একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন করতে পারেন ডায়মন্ড হারবারের কলকাতা লিগের কোচ দীপাঙ্কুর শর্মা। সিনিয়র দলের বিক্রমজিৎ সিং, জবি জাস্টিন, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের খেলানোর ভাবনা রয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ডুরান্ড ও আই লিগের টিমের কোচিংয়ের দায়িত্বে থাকা কিবু ভিকুনা। তাঁর পরামর্শ মেনেই কলকাতা লিগের ম্যাচে দল নামান দীপাঙ্কুর। ভবানীপুরের মতো শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জবি, নরহরিদের খেলিয়ে জিতেছিল ডায়মন্ড হারবার। অপরাজিত ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধেও কয়েকজন সিনিয়রকে খেলানোর অনুমতি দিতে পারেন কিবু।

জিতেন মুর্মু, নারায়ন দাস, তুহিন শিকদারদের মতো চেনা মুখদের নিয়ে দল গড়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। তাদের বিজয়রথ থামাতে রক্ষণ সামলে আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই অস্ত্র করতে পারে ডায়মন্ড হারবার। লাল কার্ডের নির্বাসন কাটিয়ে ফিরছেন বিশাল দাস। ফলে মাঝমাঠে বিকল্প বাড়ছে ডায়মন্ডের। ক্লাব সচিব প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বললেন, খুব কঠিন ম্যাচ। ইউনাইটেড কলকাতা সব ম্যাচ জিতেছে। তবে আমরাও টানা তিন ম্যাচ জিতে আছি। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাই আমরা।

আরসিবি কাণ্ডে নাম বিরাটেরও

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুলাই : আরসিবি-র আইপিএল জয়ের অনুষ্ঠানে শামিল হতে গিয়ে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমী। আর এই দুর্ঘটনার জন্য বিরাট কোহলির একটি ভিডিওকে দায়ী করল কর্নাটক সরকার!

হাইকোর্টে কর্নাটক সরকারের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া রিপোর্টে দুর্ঘটনার জন্য একাধিক কারণ দেখানো হয়েছে। যার অন্যতম বিরাটের একটি ভিডিও। যেখানে তিনি আরসিবি সমর্থকদের এই বিজয় উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সরকারের যুক্তি, বিরাটের ওই ভিডিওর কারণে প্রচুর মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছিলেন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে। আরও অভিযোগ, স্টেডিয়ামের গেট খোলা হয়েছিল অনেকটা দেরি করে। যার ফলে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

সরকারি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আইপিএল জয়ের দিন গভীর রাতে আরসিবি কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছিল। পুলিশ চেয়েছিল ৯ জুন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। কিন্তু তা না মেনে, আইপিএলের জয়ের পরের দিনেই এই অনুষ্ঠান রাখা হয়। দলের বিদেশি ক্রিকেটারদের দ্রুত ছেড়ে দিত হত। তাই পুলিশের আপত্তি সত্ত্বেও উৎসবের দিন পিছিয়ে দিতে রাজি হয়নি আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুই এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছিস। মেয়ে আইরার জন্মদিনে বার্তা মহম্মদ শামির

লর্ডসে যশস্বী ডুবিয়েছে ভারতকে, তোপ ব্রডের

লন্ডন, ১৭ জুলাই : স্টুয়ার্ট ব্রডের তোপের মুখে যশস্বী জয়সওয়াল। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসারের দাবি, লর্ডস টেস্টে ভারতের হারের অন্যতম প্রধান কারণ দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই যশস্বীর খারাপ শট খেলে আউট হওয়া। চতুর্থ দিনে ১৯৩ রান তাড়া করতে নেমে, ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই জোফ্রা আর্চারের শর্টপিচ বল পুল করতে গিয়ে উইকেটকিপার জেমি স্মিথের হাতে ক্যাচ দিয়ে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন যশস্বী। যা দেখে বিস্মিত ব্রড। তিনি বলছেন, যশস্বীর খুব খারাপ শট খেলে নিজের উইকেট উপহার দিয়েছিল। আমি তো এটা ভেবেই অবাক হচ্ছি যে, অফস্টাম্পের বাইরের বলটা কেন ও মিড উইকেটে পুল মারতে গেল! অনায়াসে কভারের উপর দিয়ে কাট মারতে পারত। ব্রডের সংযোজন, ওই উইকেটটা ইংল্যান্ড বোনাস হিসেবে পেয়েছে। যশস্বী ক্রিজে থাকা মানেই স্কোরবোর্ড সচল থাকবে। রান করতে হত দুশোরও কম। কিন্তু যশস্বীর আউটের পরেই ইংল্যান্ড রক্তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা অনেকটা বীরেন্দ্র শেহবাগ বা ডেভিড ওয়ার্নারকে আউট করার মতো। ওদের মতো যশস্বীরও ক্ষমতা ছিল ম্যাচটা বের করে দেওয়ার। একটা হাফ সেঞ্চুরির ইনিংস-ই ছিল যথেষ্ট। ব্রড আরও জানিয়েছেন, যশস্বী আউট হওয়ার পর করুণ নায়ার ক্রিজে এসেছিল। ও এমনিতেই চাপে ছিল। খারাপ বলের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে ইংল্যান্ড আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজানোর সুযোগ পেয়ে যায়। ভারতও ক্রমশ চাপে পড়তে থাকে। তাই আমি মনে করি, যশস্বীর আউট ইংল্যান্ডের জয়ের দরজাকে খুলে দিয়েছিল। ও ক্রিজে থাকলে, বেন স্টোকসরা প্রবল চাপে পড়ে যেত।

চোট অর্শদীপের, পেস সহায়ক ম্যাঞ্চেস্টারেও হয়তো বুমরা

ধাক্কা সামলে শুভমনরা প্র্যাকটিসে

লন্ডন, ১৭ জুলাই : লর্ডসে হারের ধাক্কা সামলে আবার ক্রিকেট মাঠে ফিরলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কেন্ট কাউন্টি মাঠ বেকেনহ্যামে বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিস করেছেন শুভমন গিলরা। তবে এদিনের প্র্যাকটিসে দেখা যায়নি কেএল রাহুলকে। কেন তিনি প্র্যাকটিসে নেই সেটা দলের তরফে জানানো হয়নি। তবে এদিনের প্র্যাকটিসে হাতে চোট লেগেছে অর্শদীপ সিং। বল থামাতে গিয়ে তিনি হাতে এই চোট পান। পরে হাতে স্ট্র্যাপ বাঁধতে হয়েছে তাঁকে।

লর্ডসে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে টেল এডারদের রোমহর্ষক লড়াই এখন লোকের মুখে মুখে। হারলেও ভারতীয়দের লড়াই টেস্ট ক্রিকেটকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বুধবার থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে। ইংল্যান্ড আপাতত সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে। ম্যাঞ্চেস্টারে জিতলে সিরিজে সমতা ফেরাতে পারবে ভারত। না হলে সিরিজ জয়ের আশা শেষ হয়ে যাবে।

জসপ্রীত বুমরা চতুর্থ টেস্টে খেলবেন কিনা তা নিয়ে প্রচুর কৌতূহল ক্রিকেটপ্রেমীদের। তবে শোনা যাচ্ছে তিনি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলবেন। সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে জানালেন, বুমরার ব্যাপারটা তাঁরা ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছে দেখবেন। বুমরা না খেললে ভারতের জয়ের আশা কিন্তু ধাক্কা খাবে। তাছাড়া লর্ডস টেস্টের পর তিনি আট দিন বিশ্রাম পেয়েছেন। দিলীপ বেঙ্গসরকারের মতো প্রাক্তনরা বুমরার বেছে বেছে ম্যাচ খেলার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বেঙ্গসরকার চান বুমরা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলুন। তবে বুমরা কখনও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টেস্ট খেলেননি। ভারতও এই মাঠে কখনও টেস্ট জেতেনি।

লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে বুমরা ৭৪ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। লিডসেও তিনি একইরকম সাফল্য পেয়েছেন। বার্মিংহামে তিনি না খেললেও ভারত জিতেছে। তবে লর্ডসে বুমরা খেললেও ভারত জিততে পারেনি। সুতরাং দলকে সমতায় ফেরানোর চাপ রয়েছে তাঁর উপর। এই সফরে বুমরা এখনও পর্যন্ত ১২টি উইকেট নিয়েছেন। খেলেছেন দুটি টেস্ট। ইংল্যান্ডে সবমিলিয়ে বুমরা যে ১১টি টেস্ট খেলেছেন তাতে তিনি নিয়েছেন ৪৯টি উইকেট। আর একটি উইকেট হলেই ইংল্যান্ডে তাঁর উইকেট সংখ্যা পঞ্চাশ ছোঁবে।

ভারতীয় দল বৃহস্পতিবার বেকেনহ্যামে প্র্যাকটিস করলেও শুক্রবার আর প্র্যাকটিসের সুযোগ থাকবে না। যেহেতু শুভমনরা শুক্রবার ম্যাঞ্চেস্টার যাবেন। এদিন রাহুল ছাড়া গোটা দলই কেন্ট কাউন্টি মাঠে গা ঘামিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে করুণ নায়ার বাদ পড়তে পারেন। প্রথম তিন টেস্টে তিনি কিছুই করতে পারেননি। ফলে সাই সুদর্শনকে আবার ফেরানো হতে পারে। তাছাড়া ম্যাঞ্চেস্টারের উইকেট যেহেতু পেসারদের সাহায্য করে তাই বাড়তি পেসার খেলানোর কথা ভাবা হতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্শদীপের নাম আলোচনায় রয়েছে। কিন্তু তাঁর এদিনের চোট চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে, গাস অ্যাটকিনসনকে হয়তো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দেখা যাবে। শোয়েব বশিরের জায়গায় প্রথম এগারোয় দেখা যেতে পারে বাঁ হাতি স্পিনার লিয়াম ডসনকে। তিনি আদতে অলরাউন্ডার।

লর্ডসে হারের পর বৃহস্পতিবারই প্রথম প্র্যাকটিস। গম্ভীরের সঙ্গে খোশমেজাজে জাদেজা। (ডানদিকে) অর্শদীপের সঙ্গে বুমরা।

শুরু হোক শূন্য থেকে: লয়েড

গায়ানা, ১৭ জুলাই : ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সুদিন ফেরাতে সব ধরনের সাহায্য করতে তৈরি ক্লাইভ লয়েড। বিশ্ব ক্রিকেটের শ্রদ্ধেয় অধিনায়কদের অন্যতম লয়েড বলছেন, আমি সব ধরনের সাহায্যের জন্য তৈরি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের তৃণমূলস্তর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ— প্রতিটি পর্যায় আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের সোনালি ইতিহাস ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে।

জোড়া বিশ্বকাপজয়ী ক্যারিবিয়ান অধিনায়কের সংযোজন, আমার ভাবনা প্রয়োজনের সঙ্গে কীভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায় এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। আমরা প্রায় ১০০ বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। দুঃসময় কাটিয়ে সাফল্যের আলোয় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে ফেরাতেই হবে।

সাম্প্রতিক কালে টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভরাডুবির অন্যতম প্রধান কারণ ব্যাটিং ব্যর্থতা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজেও যা প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। ব্রেন্ডন কিং ও টেলএন্ডার অ্যান্ডারসন ফিলিপ ছাড়া আর কোনও ক্যারিবিয়ান ব্যাটার কুড়ির গড় ছুঁতে পারেননি!

লয়েড বলছেন, আমাদের দলে ল্যারি গোমসের মতো ব্যাটার চাই। এমন ব্যাটার দরকার, যারা উইকেটের মূল্য বুঝবে। একবার সেট হয়ে গেলে লম্বা সময় ধরে ব্যাট

করবে। দর্শনীয় ব্যাটিংয়ের দরকার নেই। বরং লড়াকু মানসিকতা দেখাতে হবে। উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যাতে বিপক্ষ বোলাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা সেটাই করতে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রসঙ্গত, লয়েডের তারকাখচিত দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন গোমস। বিরাট প্রতিভাবান না হলেও লড়াকু মানসিকতার ব্যাটার ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৬০টি টেস্ট ও ৮৩টি একদিনের ম্যাচ খেলা এই বাঁ হাতি।

লয়েড আরও বলেছেন, আমাদের মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে হবে। ক্রিকেটের মূল শিক্ষায় ফিরতে হবে। স্কুল ক্রিকেট, ক্লাব ক্রিকেট, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট—সব পর্যায় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমরা কতগুলো ম্যাচ খেলছি। উইকেটের মান কেমন। সবকিছুকে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে।

ম্যাঞ্চেস্টারে টেস্ট জেতেনি ভারত

ম্যানচেস্টার, ১৭ জুলাই : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত প্রথম খেলেছিল ১৯৩৬-এ। তারপর কেটে গিয়েছে ৮৯ বছর।

কিন্তু এই মাঠে ভারত কখনও জেতেনি। বুধবার থেকে এই মাঠে ভারত ও ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্টে মুখোমুখি হবে। আপাতত শুভমন গিলের দল সিরিজে ১-২ পিছিয়ে আছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে হারলে সিরিজ গেল। জিতলে ভেসে থাকার সুযোগ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই মাঠে ভারত পাঁচটি টেস্ট ড্র করেছে। হেরেছে চারটি টেস্টে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি দেশে নিয়ে যেতে হলে শুভমনদের বাকি দুটি টেস্টই জিততে হবে। যেটা খুব শক্ত চ্যালেঞ্জ।

১৯৩৬-এ ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার নেতৃত্বে প্রথমবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টেস্ট খেলতে নেমেছিল ভারত। সেই টেস্টে ভারতের হয়ে সেঞ্চুরি করেন বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলি। ইংল্যান্ডের হয়ে ১৬৭ রান করেছিলেন ওয়ালি হ্যামন্ড। খেলাটি অবশ্য ড্র হয় যায়। ১৮৫৭ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছিল। প্রথম খেলা হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সেই খেলা ড্র হয়েছিল। এই মাঠে ভারতের সর্বোচ্চ রান ৪৩২। ১৯৯০-এ। সর্বনিম্ন রান ৫৮, ১৯৫২-এ। ১৯৯০-তে মহম্মদ আজহারউদ্দিন ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১৭৯ রান করেছিলেন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এযাবৎ এখানে সবথেকে ভাল পারফরম্যান্স দিলীপ দোশির ১০২ রানে ৭ উইকেট।